NARSINGHA

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ আজ থেকে ইসকনের হাতে মিড-ডে মিলের প্রকল্প শুরু

'ঘর ওয়াপসি'র জল্পনা ওড়ালেন শতাব্দী রায় ৩

কলকাতা ১ অগস্ট ২০২৬ ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.08.2026, Vol. 20 Issue No. 52, 8 Pages, Price 3.00

দু'দশকের ব্যবধানে কলকাতায় তসলিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় ২০ বছর পর আবার কলকাতায় ফিরলেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন। শুক্রবার সকালে শহরের উদ্দেশে রওনা হওয়ার খবর নিজেই সমাজমাধ্যমে জানান তিনি। সেখানে লেখিকা লেখেন, 'আজি এ প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।' সেক্যুলার মিশন এবং 'পশ্চিমবঙ্গের জন্য' নামে দুই সংগঠনের আমন্ত্রণে তাঁর এই সফর। শুক্রবার দুপুরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন তিনি।

কলকাতা বিমান বন্দরে লাল পাড় সাদা শাড়িতে দেখা যায় তাঁকে। দীর্ঘদিন পর প্রিয় শহরে ফিরে আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। আজ, ১ অগস্ট রবীন্দ্র সদনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। একই সঙ্গে তাঁকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র 'নির্বাসিত'-ও নতুন করে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। এই ছবির পরিচালক চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে যথেষ্টই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বিমানবন্দর থেকে দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর সংলগ্ন একটি পাঁচতারা হোটেলে ওঠেন তসলিমা। সফরসূচি অনুযায়ী, শনিবার রবীন্দ্র সদনে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হবে। রবিবার বাংলা আকাদেমিতে আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

দীর্ঘদিন পর তসলিমা নাসরিনের কলকাতা সফর ঘিরে সাহিত্য ও সংস্কৃতি মহলে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। অনুরাগীদের উৎসাহের পাশাপাশি প্রশাসনের তরফেও নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। দুই দিনের এই সফরে একাধিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে তাঁর উপস্থিতি ঘিরে উৎসাহ রয়েছে আয়োজক মহলেও।

নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী, নজর ছিল গতিবিধিতে

বর্ধমানে জালে জইশের জঙ্গি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গল এসটিএফের জালে জইশ জঙ্গি! বৃহস্পতিবার বর্ধমানের রেনেসাঁ হাউসিং থেকে তাকে পাকড়াও করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলার ছক কষছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। ধৃতের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচির খুঁটিনাটি বিবরণ উদ্ধার করা হয়েছে। বর্ধমানের রেনেসাঁ হাউসিংয়ের জিম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে বেঙ্গল এসটিএফের এটিএস।

ধৃত জঙ্গির নাম হামিদ মণ্ডল। এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়েছে। ধৃতের ফোন বাজেয়াপ্ত করার পর এসটিএফ জানতে পেরেছে সে জইশ-ই-মহম্মদ গোষ্ঠীর সাজ্জাদ ভাট গোষ্ঠীর সদস্য। অফিসারেরা ফোনের সূত্র ধরে আরও জানতে পেরেছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গতিবিধি নজরে রাখছিল ধৃত জঙ্গি। মুখ্যমন্ত্রীর উপর আক্রমণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এই হামিদ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ বর্ধমানের রেনেসাঁ হাউসিংয়ে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকেই হামিদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং কোনও বড়সড় নাশকতার ছক ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

এদিনই ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়, তদন্তের স্বার্থে ১৪ দিনের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হলে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেই আবেদন মঞ্জুর করেন। পাশাপাশি এই জঙ্গির সঙ্গে আরও কারা, কোথায়, কীভাবে জড়িত আছে সে বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ ও রাজ্য পুলিশ। রাজ্য জুড়ে চরম সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার হামিদ মণ্ডলের বাড়ি মন্তেশ্বরের দীর্ঘনগর এলাকায়। অভিযুক্ত হামিদের মা-বাবা বাড়িতে না থাকলেও তার আত্মীয়রা থাকে গ্রামের বাড়িতে। হামিদ যে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সেটা মানতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা।

'দেশের স্বার্থ সর্বাগ্রে', তদন্তে আস্থার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ধমানে জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার ঘটনার পর জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে সতর্ক ও সংযত থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এ নিয়ে কোনও ধরনের জল্পনা বা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।

শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। এই মুহূর্তে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না। এসটিএফ তদন্তের অগ্রগতি অনুযায়ী সব তথ্য জানাবে।' তাঁর কথায়, বিষয়টি শুধুমাত্র রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ দিকও জড়িয়ে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'দেশ নিরাপদ থাকলে তবেই রাজনীতি, প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবন চলবে। তাই এখানে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনও জায়গা নেই, দেশের স্বার্থই আগে।' তিনি মনে করিয়ে দেন, দেশের নিরাপত্তার মতো সংবেদনশীল বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি রাজ্য এসটিএফ সূত্রে খবর, বর্ধমান থেকে ধৃত ওই ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু ইলেকট্রনিক তথ্য ও উপাদান উদ্ধার হয়েছে। এখন তদন্তকারীরা সেগুলি পরীক্ষা করে দেখছেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এই সূত্র ধরে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে। তবে তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে বিস্তারিত কিছু প্রকাশ করা হচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রীও একই অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, তদন্ত চলাকালীন সব তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর আবেদন, 'তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অযথা জল্পনা বা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা উচিত।' প্রশাসনের আশা, তদন্ত এগোলে গোটা ঘটনার প্রকৃত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

১৫ হাজার কোটির রাজস্ব ক্ষতি

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সাপোর্ট ছাড়া এটা সম্ভব নয়: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বেআইনি ভাবে সম্পত্তি করার অভিযোগ উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাপোর্ট' ছাড়া এ সব করা সম্ভব ছিল না। শুক্রবার নবান্নে তিনি জানান, রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার ফল ভুগেছেন সাধারণ মানুষ। তার লাভ কারা পেয়েছেন, এ বার তা খুঁজে বার করবে পুলিশ।

বীরভূমের পাথর খাদান ঘিরে দীর্ঘদিনের কথিত রাজস্ব ফাঁকি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের অভিযানে বড় সাফল্যের দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, বীরভূম জেলা পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ, সোনা, যানবাহন এবং স্থাবর সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। ইতিমধ্যেই ৯৩ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ৩০০ বিঘা জমি-সহ ২১টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আইনি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপি। বক্তব্যের শুরুতেই বীরভূম জেলা পুলিশ, রাজ্য পুলিশের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং তদন্তকারী দলকে অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে কাজ করার সুযোগ দিলে তারা দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বড় সিন্ডিকেট ও র‍্যাকেট ভেঙে দিতে সক্ষম। সরকারি রাজস্ব ফাঁকি, সরকারি সম্পদের অপব্যবহার এবং সংঘবদ্ধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই অভিযান তারই প্রমাণ বলে দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বীরভূমে অভিযানের সূত্র ধরে মিনার মণ্ডল ওরফে টুলু মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা নগদ এবং ১৫ কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছে। সোনার বাজারমূল্য ধরলে নগদ অর্থ ও সোনার সম্মিলিত মূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা। পরবর্তী তল্লাশিতে আরও ৫৩ লক্ষ টাকা নগদ, ২৬৮ গ্রাম সোনার অলঙ্কার, ৪০০ গ্রাম রুপো এবং প্রায় ২৩ গ্রাম প্ল্যাটিনামের গয়নাও উদ্ধার হয়েছে।

তদন্তে এখনও পর্যন্ত টুলু মণ্ডলের নামে বা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৯৩ কোটি টাকার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। সমস্ত অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে সেগুলিকে নন-অপারেটিভ করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে তিনটি নগদ অর্থ গণনার যন্ত্র, একটি কম্পিউটার, একটি সিপিইউ, দুটি পেনড্রাইভ এবং রাস্তার চালান, ডিআরসি, অর্থপ্রাপ্তির রসিদ, চেকবই-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিও। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে মূল অভিযুক্ত মিনার মণ্ডল বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন। তাঁর প্রকৃত নাম নিজামুদ্দিন বা নাজিমুদ্দিন মণ্ডল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে বলে দাবি করেন তিনি। অভিযুক্তকে দেশে ফিরিয়ে আনতে এবং তাঁর অবস্থান শনাক্ত করতে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংস্থার সহযোগিতা নেওয়ার জন্য ডিজিপিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের পরই তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে থাকতে পারেন বলে প্রাথমিক অনুমান করা হলেও, সেই বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ বলেই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিতর্ক ছাড়াই বিল পাশ লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: কোনও বিতর্ক ছাড়াই জন্ম-মৃত্যুর নথিবদ্ধকরণ আইন সংশোধনী বিল লোকসভায় পাশ করিয়ে নিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। জন্ম-মৃত্যুর ঘটনার নথিবদ্ধকরণ দেরি করে যাতে না-হয়, মূলত তা নিয়ে কড়া পদক্ষেপের লক্ষ্যেই কেন্দ্র আইন সংশোধনে সক্রিয় হয়েছে। সংসদে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনা যথাযথ সময়ে নথিভুক্ত করার জন্য নাগরিকদের সচেতন করতেই বিলটি আনা হয়েছে।

সংশোধিত বিলে বলা হয়েছে, কোনও জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনার এক থেকে দুই বছরের মধ্যে তা নথিভুক্ত করা হলে আগের নিয়মে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না। সে ক্ষেত্রে জন্ম বা মৃত্যুর তথ্য নথিবদ্ধ করার জন্য জেলাশাসক বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমোদন নিলেই চলবে। তবে জন্ম বা মৃত্যুর তারিখের পরে যদি দু'বছর পেরিয়ে যায় এবং তার পরে সেই তথ্য নথিভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়, সে ক্ষেত্রে কঠোর যাচাইয়ের মুখোমুখি হতে হবে আবেদনকারীকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেবল এক জন প্রথম শ্রেণির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতির ভিত্তিতেই তথ্য নথিবদ্ধ করা সম্ভব হবে। বিরোধীদের অভিযোগ, এর ফলে আমজনতার বড় অংশ অসুবিধার মুখে পড়বেন।

তবে সরকারের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চলাকালীন এক শ্রেণির মানুষ স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব খাটিয়ে বা ঘুষ দিয়ে জন্মের জাল শংসাপত্র বার করে তা প্রমাণ হিসেবে জমা দিয়েছেন বলে অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠেছে। তারই প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে এ ধরনের শংসাপত্র-জালিয়াতি রুখতে আইন সংশোধনের এই উদ্যোগ।

নিট প্রশ্নফাঁস-কাণ্ড
পড়ুয়াদের ক্ষমা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার রাতে ফের সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদি ভিডিও বার্তায় বলেন, 'অকথ্য ভাষা ব্যবহার কোনও সমস্যার সমাধান হয় না।' দিল্লির যন্তর-মন্তরে নিট পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ চলাকালীন তাঁর এবং তাঁর প্রয়াত মাকে উদ্দেশ্য করে অশালীন মন্তব্য করা হলেও, সেই ঘটনায় কঠোর শাস্তির পরিবর্তে সংশ্লিষ্টদের ক্ষমা করে সঠিক পথ দেখানোর আহ্বান জানান তিনি। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত প্রায় তিন মিনিটের ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তরুণ বয়সে মানুষ ভুল করতেই পারে এবং সেই ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগও তাদের প্রাপ্য। তাঁর কথায়, 'শাস্তি দিয়ে, আদালতের চক্করে ঘুরিয়ে বা সমাজে হেনস্থা করে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না। আমি তাঁদের ক্ষমা করতে চাই। সমাজেরও উচিত তাঁদের গ্রহণ করা এবং সঠিক পথ দেখানো।'

আজ শুরু জনগণনা

■ সারা দেশের সঙ্গে আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হচ্ছে জনগণনার প্রথম পর্যায়। এ বার ডিজিটাল পদ্ধতিতে দু'ধাপে সম্পন্ন হবে জনগণনার কাজ। প্রথম পর্যায়ে ১ অগস্ট থেকে ১৫ অগস্ট পর্যন্ত নাগরিকেরা অনলাইনে স্ব-সুমারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের তথ্য নিজেরাই নথিভুক্ত করতে পারবেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ব-সুমারির জন্য নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকেরা প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে পারবেন।

নিট-ফলে কারচুপি, কাঠগড়ায় বহু পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিট পরীক্ষার ফলাফলে কারচুপির অভিযোগ উঠল একের পর এক পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। আর এই প্রসঙ্গেই শুক্রবার পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের কথা বলল কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার নির্দেশ, এনটিএ চাইলে কারচুপিতে অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আইন মেনে পদক্ষেপ করতে পারবে।

এনটিএ কম নম্বর দিয়েছে, এই অভিযোগ করে হাইকোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়। তাতে পরীক্ষক সংস্থার কাছে রিপোর্ট চায় আদালত। সেই রিপোর্ট আসার পর দেখা যায়, নকল ওএমআর শিট দেখিয়ে মামলাগুলি দায়ের হয়। আদালতের কাছে প্রকৃত নম্বর গোপন করে নথি কারচুপি করেছেন মামলাকারীরা। রিপোর্টে প্রকাশ, একজন পরীক্ষার্থী তিনটি আলাদা ফলাফল জমা দিয়ে মামলা করেন। এরই প্রেক্ষিতে এনটিএ-র পক্ষে আইনজীবী জানান, সংশ্লিষ্ট মামলাকারীর জমা দেওয়া সমস্ত নথিই জাল এবং বিকৃত। দাবি, তিনি ২০২৫ সালের স্কোরকার্ডও জমা দিয়েছেন। এরপরই এনটিএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, ওই পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আগামী তিন বছর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।

২১ জুলাই মামলায় সতর্কবাণী কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২১ জুলাই মামলায় কালীঘাট তৃণমূলকে সতর্ক করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের কড়া মন্তব্য, ভবিষ্যতে আদালতের নির্দেশ না মানলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। ডেরেক ও'ব্রায়েনের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ ২১ জুলাই নিয়ে আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই এমনই এক কড়া বার্তা শুক্রবার দিতে শোনা গেল কালীঘাট তৃণমূলকে।

প্রসঙ্গত, ২১ জুলাই সভার অনুমতি নিয়ে মামলা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিলেন আদালতে। সেই মামলাতেই রাজ্যের তরফে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ আদালতের। এদিকে এদিন পুলিশের তরফে আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়।

সব্যসাচীর সোনায় এবার ইডি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের ফ্ল্যাট ও লকার থেকে সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধারের ঘটনায় এবার অভিযানে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুক্রবার সাতসকালে কলকাতার শর্ট স্ট্রিট, খিদিরপুর-সহ রাজ্যের ১২ জায়গায় এই অভিযান চালান এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সোনাগুলি কী কারণে মজুত করা হয়েছিল, তোলাবাজি, দুর্নীতির টাকাতেই এই সব সোনা কেনা হয়েছিল কি না সেসব জানতে শুক্রবার সাতসকালে রাজ্যের ১২ টি জায়গায় অভিযান চালায় ইডি। মূলত সব্যসাচীর আয়ের সঙ্গে এই বিপুল পরিমাণ সোনা ও সম্পত্তির সামঞ্জস্য পাননি তদন্তকারীরা। সেই কারণেই তদন্তে নেমে এই বিপুল সোনার উৎসের হদিশ পেতে চাইছে ইডি।

তোলাবাজির অভিযোগে গতমাসে সব্যসাচী দত্তকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। ধৃত তৃণমূল নেতাকে নিয়ে তাঁর বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়। সেই তল্লাশিতেই তাঁর ফ্ল্যাট থেকে কয়েক কোটি টাকার সোনা উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর ব্যাঙ্কের লকার থেকেও সোনা উদ্ধার হয়। এর পাশাপাশি তল্লাশিতে ৭৬ কোটি টাকার সোনা কেনার রসিদও পাওয়া যায়। এমনকী সব্যসাচী ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রী টিনা ভৌমিক সাহার বাড়ি থেকেও তাল তাল সোনা উদ্ধার হয়। জানা যায়, ধৃত প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের প্রায় সাড়ে তিন কেজি সোনার হদিশ মেলে। এই ঘটনার সূত্র ধরেই এবার তদন্ত শুরু করল ইডি।

উল্লেখ্য, সব্যসাচী দত্তরের বিরুদ্ধে হওয়া মামলা নিয়ে সম্প্রতি প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পাশাপাশি এফআইআরের নথিও সংগ্রহ করেন ইডি আধিকারিকরা। এবার কলকাতা-সহ জেলার ১২টি জায়গায় অভিযান চালিয়ে তদন্ত চালান তদন্তকারীরা।

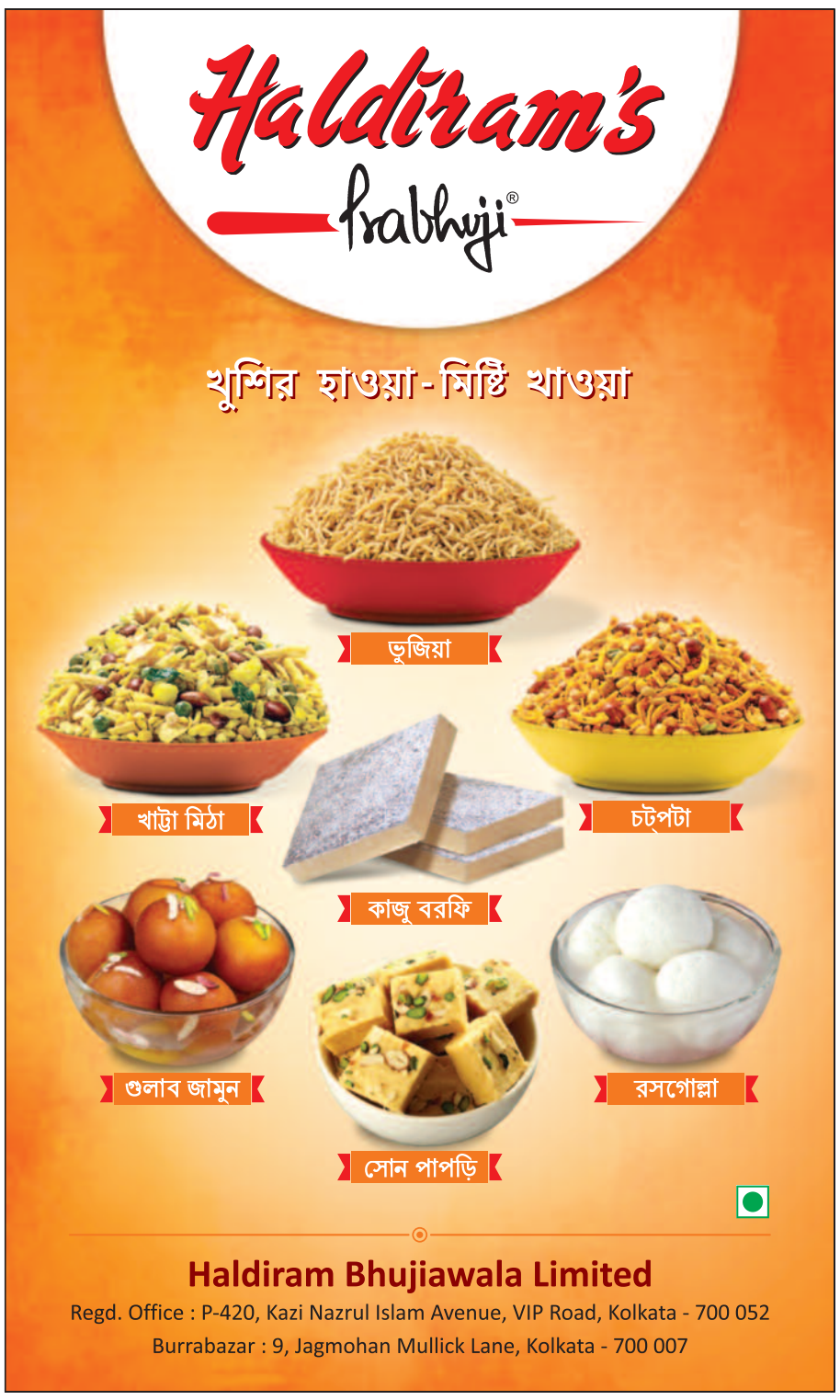

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

Change of Name

I, Makruba Bibi, W/o. Sk Abdur Rahaman, Vill-Choumondalpur, P.O.- Mongaldihi, P.S.-Panrui, Dist.- Birbhum. My new Voter Card (No. IIX2646131) name wrongly recorded Sk Abdur Rahaman correct name Makruba Bibi on Date 30/07/26 before Bolpur Court Ld. Judicial Magistrate, 1st Class vide affidavit (No. 2104) that Makruba Bibi and Makruba Khatun , W/o. Sk Abdur Rahaman is same one identical person.

AFFIDAVIT

I Balai Ojha, Son of Subal Chandra Ojha, Residing at 115 Duttabad Road, P.O- Bidhannagar, P.S- Bidhannagar North, Salt Lake Kol- 64, Shall henceforth as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Alipore **Affidavit No- 17675 Dt- 21/05/26.** I am the Proprietor of the Firm -**Radha Electrical Works** Due to a Clerical error of my Company was wrongly as **Radha Electric Works** instead of the Correct name **Radha Electrical Works.** So Radha Electric Works and **Radha Electrical Works** are as same Company.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 30/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 18461 নং এফিডেভিড বলে আমি Pranab Dholey S/o. Ganesh Dholey ও Pronob Kr Dholey S/o. G Ch Dholey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 31/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 09 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Abdul Karim S/o. Sekh Abdur Rahim ও Sk Abdul Karim S/o. Abdul Rahim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 31/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 18531 নং এফিডেভিড বলে আমি Rajesh Paswan S/o. Benarasi Paswan ও Rajesh Singh S/o. B. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 31/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 18515 নং এফিডেভিড বলে আমি Kashinath Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Basudeb Ghosh ও B Dev Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 17/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17417 নং এফিডেভিট বলে আমি Lovely Khatun (old name), W/o. Md Mafiul Islam, R/o. Kantagarh, Panchgaria, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Lovely Khatun নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Lovely Khatun Shaikh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Lovely Khatun Shaikh & Lovely Khatun, W/o. Md Mafiul Islam, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি জাকির বিশ্বাস ২২/৭/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Jakir Biswas ও Zakir Biswas উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম- পাথরাদহ পোষ্ট রুপদহ ধুবুলিয়া।

AFFIDAVIT

I, **Manik Biswas** S/O Murtuj Ali Biswas residing at Vill.- Kunipur Patharghata, P.O.- Sankarpur Dharampur, P.S.- Hariharpara, Dist.- Murshidabad, W.B. do hereby declare vide affidavit in the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Berhampore dated 13-01-2026 that my father's actual and correct name is Murtuj Ali Biswas and it is recorded in his Voter Card, Land deed being Deed no. 1/1210/2024, E. No. 200341887/2024 dated 08/02/2024, in my Aadhaar Card and PAN Card but his name has been recorded as Mijan Molla in my Voter Card being No. XMB1753330.Murtuj Ali Biswas and Mijan Molla i.e. my father is the same and one identical person.

ভ্রম সংশোধন

গত ২৯/০৭/২০২৬ তারিখে একদিন পত্রিকার ২ নং পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমে চুঁচূড়া আদালতের ২০১৭ সালের ২১১ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমার প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ১৭নং লাইনে বর্ধমান এর পিন-৭১২১০৪ এর পরিবর্তে ৭১৩১০৪ পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটি মার্জনীয়।

আমমোক্তারনামাপত্র

এত দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমতী সুপ্রীতি দেবী স্বামী ঈশ্বর যতীন্দ্র কুমার সান্যাল টালিগঞ্জ কলিকাতা নিবাসী তার খরিদা সম্পত্তি তিনি শ্রী কালীচরণ মৈত্র পিতা অম্বিকাচরণ মৈত্র নাকতলা থানা যাদবপুর কলিকাতা নিবাসী কে আমুক্তা নিযুক্ত করেন। কালীচরণ বাবু আমুক্তা বলে ১৪/১০/১৯৮৫ সালে চুঁচুড়ার ডিএসআর রেজিস্ট্রিকৃত অফিসে পরিমল চন্দ্র ঘোষ পিতা ঈশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষকে ধর্মপুর মৌজা চার শতক জমি - ৬৬০/১৯৮৫ দলিলবলে বিক্রি করেন। পরিমল চন্দ্র ঘোষ নিজ নামপত্তন না করে শ্রী দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায় পিতা নির্মল চট্টোপাধ্যায় ২৫/৮/১৯৮৬ সালে ডিএসআর চুঁচুড়া হুগলি অফিসে আই/৭০৩৮/১৯৮৬ দলিল মূলে চার শতক জমি বিক্রি করেন। দেবাশীষ বাবু নামপত্তন করিবার জন্য চুঁচুড়া মগরা ব্লক অফিসে আবেদন করেছেন। উক্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তি আইন অনুসারে আপত্তি থাকিলে তা বিজ্ঞপ্তি প্রচারের এক মাসের মধ্যে ব্লক অফিসে অভিযোগ জানাতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে। তফসিল জেলা হুগলি ডিএসআর এন্ড এডিএসআর থানা চুঁচুড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত কোদালিয়া অন্তর্গত , মৌজা- ধর্মপুর, JL- নম্বর ১৭, আরএস দাগ - 151 জমির পরিমাণ চার শতক , এলআর খতিয়ান- ১১৫৩ ,এলআর দাগ ২৮৪ .
ইতি - প্রবীর কুমার রায়
আইনজীবী আলিপুর জজকোর্ট।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১লা আগস্ট, ১৫ই শ্রাবণ, শনি বার। তৃতীয়া তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্যে ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্যে ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(আজ বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ ।
লোকমান্য বালগঙ্গা ধর তিলকের স্মরণোৎসব।)

বিজ্ঞপ্তি

সোমা বিশ্বাস দাস, স্বামী- অমিত দাস, সাং- ও পোঃ- বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া গত ইংরাজী ১৫/০৯/ ১৯৯৯ তারিখে কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV 116 নং আমমোক্তার দলিল মূলে রীতা বিশ্বাস স্বামী- সরোজ কুমার বিশ্বাস, সাং- ও পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত রীতা বিশ্বাস নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L & L.R.O HANSKHALI অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। -: তপশীল :- জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা-বাদকুল্লা, জে.এল. ৪৪, এল.আর. খতিয়ান-২৮১৮, এল.আর. ২১২৩ নং দাগে বাড়ী জমি, মোট ০৩-৩০ শতক জমি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। শম্ভু অধিকারী উকিলবাবু, রানাঘাট কোর্ট

আমমোক্তারনামাপত্র

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে শেখ এরফান পিতা হাজী বসিয়ার রহমান 29/03/1974 সালে ইরশাদ আলী মন্ডল দীগর নিকট হইতে হইতে কৃষ্ণপুর, চন্দপুর মৌজা 27 শতক জমি ক্রয় করেন। নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করে ভোগ দখলকারী থাকা অবস্থানে তার দুই পুত্রকে তাহার কেবলমাত্র ওয়ারিশান রাখিয়া বিগত ইংরেজি 06/01/2023 তারিখে পরলোকগমন করেন . আমরা দুই ভ্রাতা 1) শেখ সাত্তার আলী 2) শেখ গফ্ফার আলী 17/3/2025 সালে এডিএসআর, চিসুরা, হুগলি অফিসে শ্রী কৌশিক সিংহ রায়, পিতা ঈশ্বর কৃষ্ণকান্ত সিংহ রায়কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তিনি আমমোক্তার বলে শ্রী নিমাই পাল পিতা ঈশ্বর রামপদ পাল দক্ষিণ নলডাঙ্গা নিবাসী কে দু কাঠা জমি I- 9549/25 দলিল মূলে চিসুরা অফিসে এডিএসআর 22/07/2025 বিক্রি করেন। নিমাই পাল নিজ নাম পত্তন করিবার জন্য চিসুরা মগরা হুগলি লিচুবাগান ব্লক অফিসে আবেদন করেন। যাহার কেস নম্বর এমএন 5399/26। উক্ত নাম পত্তন বিষয়ে আমমোক্তার, দাতা বা বিক্রেতা অথবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট সত্য সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারের 30 দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিএলও অফিসে চিসুরা মগরা ব্লকে, ব্যান্ডেল লিচুবাগান অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য হইবে। তফসিল জেলা হুগলি ডিএসআর অ্যান্ড এডিএসআর হুগলি, থানা চিসুরা অধীনে দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জিএল নম্বর এক, কৃষ্ণপুর, চন্দপুর মৌজায় এলআর খতিয়ান -75 (এরফান আলী) আরএস দাগ -1059, 1040, এলআর দাগ 1240, শ্রেণী - শালী, বিক্রিত সম্পত্তির পরিমান - মোট 27 শতকের মধ্যে দু কাঠা .
ইতি-প্রবীর কুমার রায়
আইনজীবী আলিপুর জজকোর্ট।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারনের উদ্দেশ্যে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১। **তাবাসসুম পারভিন**, পিতা- আকবর আলি, ২। **ফারহানা ইয়াসমিন**, স্বামী- হাসমুদ্দিন, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী নিবাসী গত ইং- ২৭/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২১৬৬ ও ২১৬৮ নং দলিল মূলে সাগর সিকদার পিতা- খগেন্দ্রনাথ সিকদার, মহাশয়ের পক্ষে আমমোক্তার **ফিরোজ আহমেদ**, পিতা- জামিল আহমেদ নিকট হইতে ২৭/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ২১৪৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা মগরা থানার অধীনস্থ, ১৩৭ নং জে.এল.ভুক্ত, শিবপুর মৌজায় অবস্থিত হাল খতিয়ান ৮৪, আর.এস. ১৬২ তথা হাল এল.আর. ৯০২ নং দাগে শুনা জমি ক্রয় করিয়াছেন, নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ের দ্বারা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহার কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. মগরা চুঁচুড়া ব্লকের নিকট আপিল করিতে পারেন অনথ্যায় আইনানুগ কার্য্য হবে।
ইতি-**মহঃ মুমতাজ আলম, এ্যাডভোকেট,**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ইহা ঘোষনা করা হইতেছে যে, ১। **শান্তি ঘোষ,** স্বামী- মৃত দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ, ২। **তন্দ্রা ঘোষ,** স্বামী- প্রভাত সরকার, ৩। **ছন্দা ঘোষ,** স্বামী-অজয় ঘোষ, ৪। **পুতুল ঘোষ,** স্বামী- শঙ্কর ঘোষ, এদের দ্বারা নিযুক্তীয় আমমোক্তার, **১) শ্রী অজয় ঘোষ,** পিতা- মৃত চণ্ডী চরন ঘোষ, **২) শ্রী বিশ্বজিৎ খাঁ,** পিতা-মনোরঞ্জন খাঁ, সকলে ধর্মে-হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, সকলের পেশা ব্যবসা, সাং- আর.কে. ব্যানার্জী সরনী, পোষ্ট-মানকুণ্ডু, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯, পক্ষে ২০২৫ **সালের ৩০ জুন,** অতিরিক্ত জেলা সাবরেজিস্ট্রী অফিস চন্দননগর হইতে আমমোক্তার দলিলটির **দলিল নং ০৬০৪০২০১৬/ ২০২৫** রেজিস্ট্রিকৃত হয়। পরবর্তীতে উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তিটি ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত জেলা সাবরেজিস্ট্রী অফিস, চন্দননগর হইতে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে বিক্রি হয়।
এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তিটি বর্তমান ক্রেতার নামে রেকর্ডভুক্ত (মিউটেশন) করার উদ্দেশ্যে সিঙ্গুর (খলিসানী) বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে একটি মিউটেশন মামলা দাখিল করা হইয়াছে। ইহাতে কারও কোনও অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগামী এক মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পাদন হইবে।

তপশীল

হাল দাগ নম্বর-**১১৫৪,** হাল খতিয়ান নং- **৭৫০৬, ৭৫০৭, ৭৫০৮, ৭৫০৯,** জমির পরিমাপ- **০২ কাঠা ২০ বর্গফুট** (দলিল প্রতি, ০১ কাঠা ১০ বর্গফুট), মৌজা- **মানকুণ্ডু,** থানা-**ভদ্রেশ্বর।**
আপনার বিশ্বাসভাজন
সৃজিতা পাল
অ্যাডভোকেট
জেলা জজ কোর্ট, হুগলী,
মোঃ ৭৯৮০৬৫৩৭৯৩

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **আউলিয়া আলি সেখ,** মাতা - আমিনা বিবি সেখ, এবং হালিমা বেগম, স্বামী - আউলিয়া আলি সেখ, উভয়ের সাং- সাতঘড়ি, হরিপাল, হুগলী, পিন - ৭১২৪০৫, জেলা - হুগলী, থানা - হরিপাল, আলিপুর কাশিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অধীন, মৌজা- সাতঘড়ি, হাল খতিয়ান ৫৯৪, ৫৯৩ এবং ৩১৩ ভুক্ত হাল দাগ ৩৪২, শ্রেনী শুনা, পরিমান ০৮ শতক এবং হাল দাগ ৩৪২/৮৮৭ শ্রেনী শুনা, পরিমান ১২.৫০ শতক সম্পত্তি খরিদ করিবার নিমিত্তে উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ও দখলিকার **তানবীর আহমেদ** ও **উম্মে খাদিজা**, উভয়ের পিতা - সেখ হিসাব উদ্দিন, সাং - বামনজোল, পোঃ - চিত্তশালি, থানা - হরিপাল, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪০৭, এর সহিত বায়নানামা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত দুই দাগের সম্পত্তির অন্যান্য অংশীদার কিম্বা উক্ত সম্পত্তির কোন দাবী দায়ের উক্ত প্রস্তাবিত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনরূপ ওজর আপত্তি দাবী থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে আমার সহিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ সাক্ষাৎ করুন নচেৎ পরবর্তীকালে কোন অংশীদারের বা দাবীদারের অগ্রক্রয়ের অধিকার সহ অন্যান্য দাবী গ্রাহ্য হইবে না।
বিনীত- **মহঃ রাজীব এ্যাডভোকেট,**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, শ্রী **জয়ন্ত বিশ্বাস**, পিতা গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস, সাকিম মহেশডাঙ্গা, বহরা, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১৫১, মহাশয় বিগত ইং ০৫/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01232/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী পলাশ ঘোষ**, পিতা শম্ভুনাথ ঘোষ, সাকিম ভোয়াগাছি, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিগত ইং ১১/০৫/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03832/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী নন্দলাল মাহাতো**, পিতা রামবচন মাহাতো, সাকিম রাজহাট, পোলবা, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা মেড়িয়া, জে.এল. নং ৩৬, হাল এল.আর. ১২৪৬ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২৩৪৩ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১০ শতকের মধ্যে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক বা ২.৪৭৫ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী নন্দলাল মাহাতো**, পিতা রামবচন মাহাতো, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- **শ্রী পলাশ ঘোষ, আমমোক্তার**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

মাননীয় সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন, চন্দননগর আদালত

দেঃ মোঃ ১০৩/২০
বাদী: ... নবকুমার জেনা
বিবাদী:... উৎসা বসু দীং

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, **শ্রী নবকুমার জেনা**, পিতা ৺দত্তহরি জেনা, হাল সাং - বাগবাজার, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা - হুগলী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া উপরোক্ত আদালতে উক্ত নং মোকর্দ্দমা উৎসা বসু পিতা ৺দুর্গানারায়ন বসু সাং - ফটকগোড়া, স্টেশন রোড, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ১৩৬ দীং-এর বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং বা উপযুক্ত মাধ্যমে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে একতরফা শুনানীর আদেশ হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

(i) জেলা- হুগলী, থানা ও মৌজা - চন্দননগর, জে.এল নং- ১, সীট নং- ১১, আর.এস খতিয়ান নং - ৮৫, আর.এস দাগ নং - ১২৯, এল.আর খতিয়ান নং - ১৯১, এল.আর দাগ নং - ১৭৩, বাস্তু পরিমান ৩ কাঠার মধ্যে ৫০% তৎসহ গৃহাদী, হোল্ডিং নং - ১৬৮, ওয়ার্ড নং - ৯, মহল্যা - রাসবিহারী এ্যাভেনিউ যাহা চন্দননগর পৌর নিগমের অধীন।
(ii) জেলা - হুগলী, থানা ও মৌজা -চন্দননগর, জে.এল নং - ১, সীট নং - ১১, আর.এস দাগ নং - ১৩১, এল.আর দাগ নং - ১৭৫, এল.আর খতিয়ান নং - ১৯১, বাস্তু পরিমান ০.১০ শতকের মধ্যে ৫০%, হোল্ডিং নং - ১৬০, ওয়ার্ড নং - ৯, মহল্যা - রাসবিহারী এ্যাভিনিউ যাহা চন্দননগর পৌর নিগমের অধীন।
নেপাল চন্দ্র সেন
বাদীর উকিলবাবুর স্বাক্ষর
সেরেস্তাদার বাবুর স্বাক্ষর
চঞ্চল বিশ্বাস, 10/7/20
সিভিল জজ, সিনিয়র ডিভিশন,
চন্দননগর আদালত

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী গোপাল চন্দ্র সাহা,** পিতা ৺অমূল্য কুমার সাহা, সাকিম নমাজগড়, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী, মহাশয় বিগত ইং ১৯/০৮/২০০৮ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00216/2008 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **ক)শ্রী নরেন চন্দ্র দাস,** পিতা ৺ব্রজেন্দ্র নাথ দাস **খ)শ্রী সুদীপ সাহা,** পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র সাহা, উভয়ের সাকিম নমাজগড়, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, এবং **২)শ্রীমত্যা সন্ধ্যা সাহা,** স্বামী ৺শৈলেন্দ্র নাথ সাহা, **৩)শ্রীমতী সুমিতা সাহা,** স্বামি শ্রী মৃত্যুঞ্জয় সাহা, **৪)শ্রীমতী মৌসুমী সরকার,** স্বামী শ্রী স্বপন সরকার, **৫)রেশমী সাহা,** পিতা ৺শৈলেন্দ্র নাথ সাহা, ২ ও ৫ নং এর সাকিম গ্রীন পার্ক (মুখার্জ্জী বাগান), ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী, ৩নং এর সাকিম ৫'ডি/৪০' শ্রীনগর পল্লী, 'ডি'জোন, বেনাচিটি, বর্ধমান (দুর্গাপুর-১৩), ৪নং এর সাকিম সি/২সি- এসিয়াটিক কমপ্লেক্স ১১৭/এ, আন্দুল রোড, বি-গার্ডেন, শিবপুর, হাওড়া, ২-৫নং বিক্রেতাগণ বিগত ইং ১৮/০৬/২০০৮ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00159/2008 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **ক)শ্রী কালী চরন দাস,** পিতা ৺গোপাল দাস ও **খ)শ্রী তপন দাস,** পিতা ৺হাজারীলাল দাস, উভয়ের সাকিম নমাজগড়, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। একুনে উপরোক্ত দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা বলে আমমোক্তার গ্রহীতাগণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৬/১২/২০১০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05577/2010 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রীমতী রূপালী রানী সর্দ্দার,** স্বামী শ্রী সুদর্শন সর্দ্দার ও **২)শ্রী সুদর্শন সর্দ্দার,** পিতা শ্রী নিরান সর্দ্দার, উভয়ের সাকিম ছোটখেজুরিয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াকে ০২ কাঠা ০১ ছটাক ০৮ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রীমতী রূপালী রানী সর্দ্দার** ও **২)শ্রী সুদর্শন সর্দ্দার,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ১৬/০৫/২০১৩ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03525/2013 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী নূপুর কর,** স্বামী শ্রী প্রলয় কর, সাকিম আদিসপ্তগ্রাম, নমাজগড়, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।পুনরায় প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ক্রেতা **শ্রীমতী নূপুর কর,** স্বামী শ্রী প্রলয় কর, মহাশয়া তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই বিগত ইং ০৪/০৮/২০১৬ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-08089/2016 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী মহেশ মাহাতো,** পিতা সুখলাল মাহাতো, সাকিম ছোটখেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী- ৭১২১২১, মহাশয়কে তাহার খরিদা উক্ত ০২ কাঠা ০১ ছটাক ০৮ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা নমাজগড়, ৫১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৯ ও ১৬৯ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৮২ নং দাগে শুনা জমি ০২ কাঠা ০১ ছটাক ০৮ বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তির বর্তমান ক্রেতা **শ্রী মহেশ মাহাতো,** পিতা সুখলাল মাহাতো, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারনের উদ্দেশ্যে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **লব দাস,** পিতা- রামচন্দ্র দাস, সাং- ত্রিবেণী, বাসুদেবপুর, উমাপল্লী, পোঃ- ত্রিবেনী, থানা-মগরা, জেলা- হুগলী নিবাসী গত ইং- ১৩/০৯/২০১২ তারিখে এ.ডি. এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 4975 নং দলিল মূলে **কল্যানী মল্লিক,** স্বামী- শরিৎ নাথ মল্লিক মহাশয়ার পক্ষে আমমোক্তার **স্বর্ণলতা গুপ্তা,** স্বামী- অশোক কুমার গুপ্তা নিকট হইতে ১২/০৭/২০১২ তারিখে এ.আর.এ.-৩, কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৪ নং বহির, ৪২১২ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা মগরা থানার অধীনস্থ, ১৩৯ নং জে.এল.ভুক্ত, বাসুদেবপুর মৌজায় অবস্থিত হাল খতিয়ান ১৮/৬, আর.এস. ৩৯৮ তথা হাল এল.আর. ১৩৭৪ নং দাগে ডাঙ্গা/ইটখোলা জমি ক্রয় করিয়াছেন, নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ের দ্বারা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহার কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. মগরা চুঁচুড়া ব্লকের নিকট আপিল করিতে পারেন অনথ্যায় আইনানুগ কার্য্য হবে।
ইতি-মহঃ মুমতাজ আলম, এ্যাডভোকেট,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা-নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩০০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পশ্চিমবঙ্গে রেল বাজেট বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি, সংসদে শমীকের প্রশ্নের উত্তরে জানাল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে রেল পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ও প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে রাজ্যসভায় বিস্তারিত তথ্য দিল কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য বিজেপি সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রাজ্যসভায় জানান, গত এক দশকে রাজ্যের জন্য রেল বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং একাধিক বড় প্রকল্পের কাজ চলছে।

এদিন রেলমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯-১৪ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বছরে গড়ে রেল বাজেট ছিল ৪,৩৮০ কোটি টাকা। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে সেই বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ১৪,২০৫ কোটি টাকা, যা আগের তুলনায় তিন গুণেরও বেশি।

রেলমন্ত্রী আরও জানান, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৬৩টি রেল প্রকল্প অনুমোদিত অবস্থায় রয়েছে। প্রায় ৫,১৪৮ কিলোমিটার জুড়ে এই প্রকল্পগুলির সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৩,৪৩৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে রয়েছে ১৪টি নতুন রেললাইন, ৪টি গেজ পরিবর্তন প্রকল্প এবং ৪৫টি ডাবলিং প্রকল্প। ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ১,৭২১ কিলোমিটার রেলপথের কাজ শেষ হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ২৭,৯৯৪ কোটি টাকা। যদিও ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হওয়া উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে রামপুরহাট-মান্দারহিল নতুন রেললাইন, আজিমগঞ্জ-মুর্শিদাবাদ নতুন সংযোগ, বর্ধমান-কাটোয়া ও আহমেদপুর-কাটোয়ার গেজ পরিবর্তনের কাজ। পাশাপাশি পাশকুড়া-খড়্গপুর, অম্বারি ফালাকাটা-নিউ ময়নাগুড়ি, ব্যান্ডেল-বৈঁচি এবং মনিগ্রাম-নিমতিতা অংশে ডাবলিং ও অতিরিক্ত লাইন তৈরির কাজও শেষ হয়েছে।

এই মুহূর্তে রাজ্যে চলমান বড় প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সেবক-রংপো নতুন রেললাইন, তারাকেশ্বর-বিষ্ণুপুর, বালুরঘাট-হিলি এবং কালিয়াগঞ্জ-বুনিয়াদপুর নতুন রেলপথ নির্মাণ রয়েছে। এছাড়া খড়্গপুর-আদিত্যপুর, নারায়ণগড়-ভদ্রক, সাঁতরাগাছি-খড়্গপুর এবং আলুয়াবাড়ি রোড-নিউ জলপাইগুড়ি অংশে তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন তৈরির কাজও চলছে।

শমীকের প্রশ্নের উত্তরে রেলমন্ত্রী আরও জানান, ২০২৬ সালের মে মাস থেকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় বৃদ্ধির ফলে জমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন আটকে থাকা একাধিক প্রকল্পে এখন অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়া তিনি বলেন, রেল প্রকল্প অনুমোদন, বিভিন্ন পরিষেবার স্থানান্তর এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন আরও দ্রুত করতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি রাজ্যস্তরে টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হয়েছে বলেও সংসদে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী।

নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু, দুই কেন্দ্রে দায়িত্ব বণ্টনে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী নন্দীগ্রাম সহ রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের দিন এখনও ঘোষণা হয়নি। তবে তার আগেই এই দুই কেন্দ্রে ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিল রাজ্য বিজেপি। দলীয় সূত্রের দাবি, দুই কেন্দ্রের সাংগঠনিক দায়িত্ব ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে। খুব শীঘ্রই তিনি নন্দীগ্রামে গিয়ে সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব নেবেন বলে দলের অন্দরের খবর। একইভাবে রেজিনগর কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি প্রবাল রাহাকে। সেখানে জনসংযোগ, সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং নির্বাচনী কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্বও তার উপরই থাকবে বলেই দলীয় সূত্রের দাবি।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর, দুটি কেন্দ্র থেকেই জয়ী হন। এরপরে তিনি ভবানীপুর আসনটি রেখে নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের বিধায়ক পদ ছেড়ে দেন। ফলে ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচন প্রয়োজন হয়েছে। অন্যদিকে রেজিনগর কেন্দ্র থেকেও বিধায়ক পদে নির্বাচিত হুমায়ুন কবির ইস্তফা দেন। তিনিও দুটি আসন থেকে জিতেছিলেন। সেই কারণেই রেজিনগরেও উপনির্বাচন হবে।

আজ থেকে রাজ্যে শুরু জনগণনা, প্রথম ধাপে অনলাইনে স্ব-সুমারির সুযোগ ১৫ অগস্ট পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সারা দেশের সঙ্গে শনিবার থেকে পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হচ্ছে জনগণনার প্রথম পর্যায়। এবার ডিজিটাল পদ্ধতিতে দু'ধাপে সম্পন্ন হবে জনগণনার কাজ। প্রথম পর্যায়ে ১ অগস্ট থেকে ১৫ অগস্ট পর্যন্ত নাগরিকেরা অনলাইনে স্ব-সুমারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের তথ্য নিজেরাই নথিভুক্ত করতে পারবেন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ব-সুমারির জন্য নির্দিষ্ট অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নাগরিকেরা প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে পারবেন। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬ অগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি তালিকাভুক্তি এবং গৃহগণনার কাজ করবেন গণনাকারীরা। এরপর আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হবে প্রকৃত জনসংখ্যা গণনার পর্ব।

এসএসসিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে মিছিল ও ডেপুটেশন।

শুক্রবার পূর্ব রেলের সদর দপ্তর ফেয়ারলি প্লেসে আরপিএফের টহল ও কার্যকরী সক্ষমতা বাড়াতে ছয়টি নতুন মোটরসাইকেল ও একটি বাসের উদ্বোধন করলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্কর।

'নতুন পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গিবাদের কোনও জায়গা নেই' এসটিএফের সাফল্যে বার্তা মন্ত্রী উমেশ রাইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: শুক্রবার বেঙ্গল এসটিএফের হাতে জৈশ-ই-মহম্মদের সন্দেহভাজন সদস্য হামিদ মণ্ডল গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ বা উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে সরকার ও পুলিশ কোনও রকম আপস করবে না। এসটিএফের সাম্প্রতিক অভিযানগুলির সামনে রেখে তিনি পুলিশের ভূয়সী প্রশংসাও করেন।

উমেশ রাই বলেন, গত কয়েক দিনে বেঙ্গল এসটিএফ যেভাবে একের পর এক অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নতুন পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ বা কোনও রকম উগ্রপন্থার জায়গা নেই। যারা এই ধরনের কাজে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিন নিজের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী জানান, দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশ থেকে তাঁকে খুনের হুমকি এবং তাঁর ছেলেকে অপহরণের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। প্রায় এক মাস ধরে চলা ওই ঘটনার বিষয়ে পুলিশকে জানানো হলে দ্রুত তদন্ত শুরু হয়। তাঁর বক্তব্য, আমাকে খুন করার, ছেলেকে অপহরণ করার এবং নানা রকম হুমকি দেওয়া হয়েছিল। প্রায় এক মাস ধরে এই ঘটনা চলছিল। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত করে একজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে আরও একজনকে ধরা হয়। তিনি আরও বলেন, পুলিশ গোটা বিষয়টির উপর নজর রেখেছিল। তাদের তৎপরতার জন্যই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও রকম আপস করা হবে না।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের রেনেসাঁ হাউজিং এলাকা থেকে হামিদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে বেঙ্গল এসটিএফ। তদন্তকারী অধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, কাশ্মীরভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। পাশাপাশি রাজ্যের কয়েক জন শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করে নাশকতার পরিকল্পনার সূত্রও মিলেছে বলে তদন্তকারী মহলের দাবি। উদ্ধার হওয়া নথি ও অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে কলকাতায় আনার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। তবে এত দিন ধরে ওই ব্যক্তি কীভাবে জনবহুল এলাকায় আত্মগোপন করে ছিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও এ বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১ অগস্ট ২০২৬, ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, শনিবার

সারোগেসিতে ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ার স্পষ্ট করল কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের এক্তিয়ার ঠিক কতখানি, তা এবার স্পষ্ট করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ, আবেদনকারী দম্পতির বয়স কিংবা স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা যাচাই করার কোনো অধিকার ম্যাজিস্ট্রেটের নেই। তার জন্য পৃথক বিশেষজ্ঞ কর্তৃপক্ষ রয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব কেবল সারোগেসির আইনি ও প্রশাসনিক দিকগুলি নিশ্চিত করার মধ্যেই সীমিত।

এদিকে কলকাতা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক দম্পতির মামলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া আগের একটি নির্দেশ খারিজ করে দেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। একই সঙ্গে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী সাত দিনের মধ্যে ওই দম্পতির আবেদনটি নতুন করে বিবেচনা করতে হবে।

ঘটনার সূত্রপাত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ওই দম্পতি সারোগেসির মাধ্যমে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে আলিপুর আদালতের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানানোকে কেন্দ্র করে। নিয়ম মেনে তার আগে জেলা মেডিক্যাল বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত স্বাস্থ্যগত শংসাপত্রও সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু আবেদন খতিয়ে দেখে তা খারিজ করে দেন সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর যুক্তি ছিল, আবেদনকারী দম্পতির জমা দেওয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি তিনি এও জানিয়েছিলেন, সারোগেট মায়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শংসাপত্রে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। সঙ্গে এও জানান, আবেদনকারী বাবার বয়স ৫৫ বছর পার হয়ে দেওয়ায় তিনি সারোগেসির উপযুক্ত নন।

ম্যাজিস্ট্রেটের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ওই দম্পতি। এরপরই শুক্রবার বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে এই মামলাটির শুনানি হয়। শুনানি চলাকালীন হাইকোর্ট স্পষ্ট ভাষায় জানায়, সারোগেসির ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত। স্বাস্থ্য বা বয়সের মাপকাঠি বিচারে তাঁর হস্তক্ষেপ করা অনভিপ্রেত। এরপরই বিচারপতি চন্দ তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, ম্যাজিস্ট্রেটকে মূল দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। যার মধ্যে রয়েছে, সারোগেট মা কোনো রকম জোরজবস্তি ছাড়া, স্বেচ্ছায় এই প্রক্রিয়ায় সম্মতি দিয়েছেন কি না। দ্বিতীয়ত, সন্তান প্রসবের পর সারোগেট মা কোনোভাবেই ওই শিশুর অভিভাবকত্ব বা আইনি অধিকার দাবি না করার শর্ত সুনিশ্চিত করা। আইনি এই দিকগুলি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে বিচার বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের নেই বলে সাফ জানিয়ে দেয় উচ্চ আদালত।

এই প্রসঙ্গে এটাও বলতেই হয়, ২০২১ সালে ভারতে প্রণীত নতুন সারোগেসি আইন অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে গর্ভ ভাড়া নেওয়া বা বাণিজ্যিক সারোগেসি ভারতে সম্পূর্ণ বেআইনি। শুধু তাই নয়, কেবল দম্পতি শারীরিক বা চিকিৎসাগত কারণে সন্তানধারণে অক্ষম হলেই এই আইনের সুযোগ পাওয়া যায়। তৃতীয় শর্ত হল, সারোগেট মা কোনো উপযুক্ত আত্মীয় বা মহিলা হতে পারেন, যিনি শিশুটিকে গর্ভে ধারণ করবেন। তবে শিশুটির জন্মের পর তার ওপর সারোগেট মায়ের কোনো আইনি অধিকার থাকবে না; দম্পতিই হবেন শিশুটির একমাত্র বৈধ অভিভাবক।

আজ থেকে ইসকনের হাতে মিড-ডে মিলের প্রকল্প শুরু, উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১ অগস্ট, আজ থেকে কলকাতায় মিড-ডে মিল প্রকল্পের নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। রাজ্যের পাইলট প্রকল্প হিসেবে শহরের নির্দিষ্ট কিছু পুর এলাকার স্কুলে খাবার সরবরাহের দায়িত্ব নিচ্ছে ইসকন। আজকে আলিপুরের অন্নামৃত কিচেন থেকে এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য রাখারও সম্ভাবনা রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ইসকনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি সহযোগিতায় এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল স্কুলপড়ুয়াদের কাছে আরও উন্নত ও পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেওয়া। তাদের দাবি, আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও সুসংগঠিত রান্না ও সরবরাহ পদ্ধতির মাধ্যমে মিড-ডে মিল পরিষেবার মান আরও বাড়ানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগ কীভাবে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পকে শক্তিশালী করতে পারে, সেই দৃষ্টান্তও এই প্রকল্প তুলে ধরবে।

নতুন সরকার গঠনের পর রাজ্য বাজেটে প্রথম এই পাইলট প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর ইসকনের হাতে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আমিষ-নিরামিষ বিতর্ক শুরু হয়। সেই বিতর্কের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান, ইসকন সাত্ত্বিক ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার দেবে। পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আলাদা করে ডিমও দেওয়া হবে। অর্থাৎ, নিরামিষ খাবারের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের প্রোটিনের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থাও থাকবে।

রাজ্য সরকার একই সঙ্গে আগের থেকে মিড-ডে মিলের আর্থিক বরাদ্দও বাড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ১ অগস্ট থেকে প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ১০ টাকা করা হচ্ছে। এর আগে এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৬ টাকা ৭৮ পয়সা। এছাড়া মিড-ডে মিল রান্নার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের মাসিক ভাতা ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্তও কার্যকর হচ্ছে।

এই মিড-ডে মিল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়ানো এবং তাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা বহু পরিবারের শিশু এই খাবারের উপর নির্ভরশীল। ফলে শুধু পরিষেবার দায়িত্ব বদল নয়, বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং খাবারের গুণগত মান উন্নয়নের উদ্যোগ, এই তিনটি দিকই আগামী দিনে প্রকল্পটির সাফল্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

নতুন সরকারের উদ্যোগে রাজ্যে তৈরি হচ্ছে শিল্প-বান্ধব পরিবেশ

বিপ্লব চক্রবর্তী

নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজ্যে শিল্প ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে বার বার দাবি করা হচ্ছে। প্রশাসনিক জটিলতা কমানো, দ্রুত অনুমোদন প্রদান, শিল্প পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নবান্নের শীর্ষ মহলের মতে, এই পদক্ষেপগুলির ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়ছে এবং শিল্প স্থাপনের জন্য রাজ্য আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

শিল্প দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অনুমোদনের সময়সীমা কমানো, অনলাইন পরিষেবার বিস্তার এবং একক জানালার (সিঙ্গল-উইন্ডো) মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ছাড়পত্রের ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ, রাস্তা, জল ও লজিস্টিক পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজও এগিয়ে চলছে। শিল্পমহলের একাংশের মতে, দ্রুত পরিষেবা এবং নীতিগত স্বচ্ছতা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে।

শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের বক্তব্য, বড় শিল্পের পাশাপাশি এমএসএমই খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎসাহ দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। এর ফলে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে এবং জেলার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

অর্থনীতিবিদদের একাংশ অবশ্য মনে করছেন, শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি জমি, দক্ষ মানবসম্পদ, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত স্থিতিশীলতার মতো বিষয়গুলিতেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁদের মতে, ঘোষিত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন এবং বিনিয়োগের প্রকৃত অগ্রগতি আগামী দিনে শিল্পোন্নয়নের সাফল্য নির্ধারণ করবে।

শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের মতে, সরকার ও শিল্পপতিদের মধ্যে নিয়মিত সংলাপ, দ্রুত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং বিনিয়োগবান্ধব নীতি বজায় থাকলে আগামী কয়েক বছরে রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব। তবে এই দাবিগুলির বাস্তব ফলাফল নির্ভর করবে প্রকল্প বাস্তবায়ন, বিনিয়োগের পরিমাণ এবং শিল্পোৎপাদনের পরিসংখ্যানের উপর।

গন্তব্যের উদ্দেশে কাগজের তৈরি শিব-দুর্গা মূর্তি। ডোমপাড়ায় অদিতি সাহার তোলা ছবি।

১ সেপ্টেম্বর থেকে বেআইনি পার্কিং ও রাস্তায় আবর্জনা ফেললে জরিমানা: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর আগেই কলকাতার পার্কিং ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তনের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার। শহরের বৈধ পার্কিংগুলিকে নতুন করে চিহ্নিত করে সেগুলির পরিচালন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ১ সেপ্টেম্বর থেকে নির্ধারিত পার্কিংয়ের বাইরে গাড়ি রাখলে জরিমানা এবং প্রকাশ্যে ময়লা বা থুতু ফেললেও আর্থিক দণ্ডের প্রস্তাবের কথা জানালেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, দুর্গাপুজোর আগেই কলকাতা পুরসভা এলাকার এলাকা বিন্যাসের কাজ শুরু হবে। সেই সঙ্গে শহরের পার্কিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে পুলিশ ও পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর যৌথভাবে কাজ করছে। মন্ত্রী জানান, কলকাতা পুরসভা এলাকায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৫ হাজার বৈধ পার্কিং চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পার্কিংগুলির জন্য নতুন করে দরপত্র ডাকা হবে। নির্বাচিত পার্কিং কর্মীদের পরিচয়পত্র ও নির্দিষ্ট পোশাক দেওয়া হবে, যাতে পার্কিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়।

শহরের পার্কিং ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ জন্য একটি নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করবে রাজ্য সরকার। ওই অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে পার্কিং ফি দেওয়া যাবে। পাশাপাশি শহরের কোথায় পার্কিং খালি রয়েছে, সেই তথ্যও তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাবে।

মন্ত্রী জানান, ১ সেপ্টেম্বর থেকে নির্ধারিত পার্কিংয়ের বাইরে কোনও গাড়ি রাখা হলে জরিমানা করা হবে। এই জরিমানা আদায়ের দায়িত্ব থাকবে পুলিশের উপর। বাণিজ্যিক গাড়ির ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ ব্যক্তিগত গাড়ির তুলনায় বেশি হবে বলেও জানান তিনি। অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, শহরে এমন প্রায় চার হাজার পার্কিং রয়েছে, যেখান থেকে বর্তমানে সরকারের কোনও রাজস্ব আসে না। ইতিমধ্যেই সেগুলিও চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রয়োজনে ওই পার্কিংগুলির ক্ষেত্রেও নতুন করে দরপত্র ডাকা হবে, যাতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে আরও কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ১ সেপ্টেম্বর থেকে প্রকাশ্যে ময়লা বা থুতু ফেললেও জরিমানা করা হবে। মানুষের মধ্যে আইন মানার প্রবণতা বাড়াতে পুলিশের মাধ্যমেই জরিমানা আদায়ের প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হবে বলে জানান তিনি। শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গেও একাধিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী। রুবি এবং ডালহৌসি এলাকায় পথচারীদের সুবিধার জন্য দুটি পদচারী সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি যানজট কমাতে মা উড়ালপুলের পরে আরও একটি নতুন উড়ালপুল নির্মাণের ভাবনা রয়েছে, যা কলকাতার সঙ্গে নিউটাউন-রাজারহাটের যোগাযোগ আরও সহজ করবে বলে জানান তিনি।

জগদ্দলের অকল্যান্ড জুটমিলের একাধিক সমস্যা সমাধানে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে শ্রম দপ্তরে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজ্যের জুট শিল্পের হাল ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। গোটা রাজ্যে দু'তিনটি জুটমিল বাদে সমস্ত বন্ধ থাকা জুটমিল শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। স্বভাবতই, পুজোর আগেই খুশির আমেজ শ্রমিক মহল্লায়। শুক্রবার শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উপস্থিতিতে শ্রম দপ্তরে অকল্যান্ড জুট মিলের একাধিক সমস্যা নিয়ে মিল কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। বৈঠকে শ্রমিকদের স্বার্থ, জুটমিল সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। শ্রমমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে এবং জুট শিল্প চাঙ্গা করতে সরকার দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শ্রমমন্ত্রীর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলায় শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এখন শিল্পপতিরা বিনিয়োগও করছেন। উক্ত বৈঠকে এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার শ্রমিক দরদি বিধায়ক পবন কুমার সিং-সহ বিসিএমইউ, আরসিএমইউ সংগঠনের প্রতিনিধিরাও। বৈঠকে অংশ নেওয়া শ্রমিক নেতা সঞ্জয় সিং জানান, অকল্যান্ড জুটমিলের একাধিক সমস্যা শ্রমমন্ত্রীকে জানানো হয়েছিল। এদিন শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মালিক পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক হয়েছে। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন মালিকপক্ষ। সঞ্জয় সিং বলেন, প্রতিদিন ৩০ টন সুতো কিনে মিল চালানো হচ্ছে। ছয়মাস ধরে স্থায়ী শ্রমিকরা ঠিকমতো কাজ পাচ্ছেন না। বাইরে থেকে শ্রমিক এনে এখানে কাজ করানো হচ্ছে। তিনি আরও জানান, দু'বছর ধরে পাঁচজন শ্রমিক গেটের বাইরে আছেন। ওদেরকে শীঘ্রই কাজে ফিরিয়ে নিতে বলা হয়েছে।

হালিশহরে বাজেয়াপ্ত নিখোঁজ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অংকের ঋণ নিয়ে নকশা, সুন্দর সাজসজ্জা বেষ্টিত 'ঝাক্কাস বাড়ি' বানান হালিশহর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রবীর সরকার। তিনি হালিশহর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। বারংবার ব্যাঙ্ক থেকে নোটিস পাঠানো সত্ত্বেও, তিনি মোটা অংকের ঋণ পরিশোধ করেননি। অবশেষে শুক্রবার প্রশাসনের উপস্থিতিতে বাড়ি থেকে সমস্ত আসবাবপত্র বাইরে বের করে দিয়ে প্রাক্তন কাউন্সিলরের আকর্ষণীয় বাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই বেপাত্তা বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক ঘনিষ্ঠ হালিশহর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রবীর সরকার। নিখোঁজ কাউন্সিলরের পড়শি রূপা রায় জানান, হালিশহর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর সরকার এবং তাঁর স্ত্রী এই বাড়িতে থাকতেন। বর্তমানে বাড়িতে দু'জনেই অনুপস্থিত। রূপা দেবী আরও জানান, বকেয়া ঋণ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ প্রাক্তন কাউন্সিলরকে ১৫ দিন সময় দিয়েছিল। কিন্তু সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর এদিন পুলিশের উপস্থিতিতে ব্যাঙ্কের লোকেরা ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র বাইরে বের করে দেন। সমস্ত ঘর খালি করে দিয়ে বাড়িটিকে সিল করে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রীর সই জাল করে শংসাপত্র তৈরির অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সই জাল করে নকল স্ট্যাম্প ব্যবহার করে শংসাপত্র তৈরির অভিযোগে পুলিশের জালে পিতা-পুত্র। ইছাপুর দেবীতলা বাই লেনের বাসিন্দা সৌমেন দাস নামে এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার সোমনাথ দাস এবং তাঁর পুত্র রোমান দাসের নামে নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার পুলিশ দেবীতলা শানপুকুর ঘাট এলাকার বাসিন্দা দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখবে। বিজেপির নোয়াপাড়া-২ মন্ডল সভাপতি সুপ্রিয় দে জানান, বিষয়টি মন্ত্রীর নজরে আনা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, মন্ত্রীর সই, স্ট্যাম্প জাল করে ভুয়ো শংসাপত্র বানিয়ে ধৃতরা টাকার বিনিময়ে প্রদান করতেন। তিনি জানান, পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। যদিও ধৃতদের দাবি, তাদের ফাঁসানো হয়েছে।

স্কুলে প্রশাসকদের সহযোগিতার নির্দেশ শিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলে পরিচালন সমিতির পরিবর্তে প্রশাসক ব্যবস্থা চালুর পর নতুন এক সমস্যা সামনে এসেছে। বিভিন্ন স্কুল থেকে অভিযোগ উঠেছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসকদের একাংশ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা করছেন না। এর ফলে একাধিক প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন কাজ ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে জটিলতা তৈরি হচ্ছে বলে শিক্ষা দপ্তরের কাছে অভিযোগ আসছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসকদের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দপ্তর। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সরকারি আইন, বিধি এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনেই সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে। পাশাপাশি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের পর স্কুল পরিচালন সমিতিগুলি কার্যত নিষ্ক্রিয় করে তাদের দায়িত্ব ড্রয়িং অ্যান্ড ডিসবার্সিং অফিসার (ডিডিও)-দের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গত মে মাসের শেষ দিকে এই সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রশাসক হিসেবে ডিডিও-রাই পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। শুধু প্রশাসনিক কাজ নয়, স্কুলের আর্থিক লেনদেন এবং ব্যয়ের উপর নজর রাখার দায়িত্বও তাঁদের কাঁধে রয়েছে।

যদিও নতুন ব্যবস্থার কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন করে অভিযোগ আসতে শুরু করে। বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের দাবি, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রশাসনিক কাজে অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই শিক্ষা দপ্তর প্রশাসকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রশাসকদের এমনভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে যাতে স্কুলের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত না হয়। বিশেষ করে পড়ুয়াদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রধান শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের আশা, এই পদক্ষেপের ফলে সাম্প্রতিক প্রশাসনিক জটিলতা কমবে এবং স্কুল পরিচালনায় গতি ফিরবে।

যদিও শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, পরিচালন সমিতির পরিবর্তে প্রশাসক ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোয় বড় পরিবর্তন এসেছে। সেই পরিবর্তন কার্যকর করতে প্রশাসনিক দক্ষতার পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে নিয়মিত সমন্বয় রাখাও জরুরি। নতুন জারি করা নির্দেশিকায় সেই বার্তাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরল রাজ্য শিক্ষা দপ্তর বলেই মনে করছে রাজ্যের শিক্ষক মহল।

'ঘর ওয়াপসি'র জল্পনা ওড়ালেন শতাব্দী রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-এ যাওয়া সাংসদদের ফের পুরনো দলে ফিরে আসা নিয়ে যে জল্পনা চলছে, তা একেবারেই ভিত্তিহীন বলেই শুক্রবার দাবি করলেন সাংসদ শতাব্দী রায়। তাঁর কথায়, কয়েক জন সাংসদের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎকে ঘিরেই অযথা জল্পনা তৈরি করা হচ্ছে।

শুক্রবার শতাব্দী বলেন, কিছু সংবাদমাধ্যম এটা নিয়েই সময় কাটাচ্ছে। কেউ আমার কাছে আসছে, আমি কারও কাছে যাচ্ছি, আর তা নিয়েই গল্প তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এ রকম কিছুই নয়। খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমরা ২০ জনই একসঙ্গে আছি।

এদিন সংসদ ভবনে প্রাক্তন সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হওয়া স্বাভাবিক বলেই মন্তব্য করেন তিনি। শতাব্দীর কথায়, সংসদে পুরনো সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা হলে দু'একটা কথা হবেই। তাই বলে সেটাকেই যদি দলে ফিরে আসার ইঙ্গিত বলা হয়, তা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

তৃণমূলে ফেরার সম্ভাবনা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কালীঘাটের তৃণমূল নেতৃত্ব বারবার বলেছে, এঁদের আর দলে নেওয়া হবে না, ক্ষমা চাইতে হবে। তা হলে এখন কেন নেওয়ার কথা উঠবে? যাঁদের এত দিন খারাপ বলা হয়েছে, তাঁদের আবার ভালোবেসে স্বাগত জানানো হবে কেন?

অপরদিকে, দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে এনসিপিআইয়ের ২০ সাংসদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। যদিও শেষ মুহূর্তে সেই কর্মসূচি স্থগিত হয়। এ প্রসঙ্গে শতাধী জানান, এখনও পর্যন্ত মঙ্গলবার বৈঠক হওয়ার কথাই ঠিক রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী খুব ব্যস্ত থাকেন, তাই কখনও কখনও সূচিতে পরিবর্তন হয়। উনি আগেই বলেছেন, প্রতি মাসে এক বার আমাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

সম্পাদকীয়

নয়া স্বাস্থ্যবিমা যোজনা, স্বাস্থ্যবিমা নিয়ে বিরোধীদের অপপ্রচার বনধে মাস্টারস্ট্রোক মুখ্যমন্ত্রীর

ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল আগেই। ২৭ জুলাই, সোমবার 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা' নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্যের বিজেপি সরকার। ১ অগাস্ট থেকে রাজ্যে শুরু হবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কার্ড বিলি। পশ্চিমবঙ্গে কম করে ৪০ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক এই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় আসবেন। এই প্রকল্পে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা মিলবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের নাগরিকরা আগে থেকেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু এই রাজ্যের তৃণমূল সরকারের গোয়ার্তুমির জন্য এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলেন বাংলার মানুষ। এবার তাদের জন্য খুশির খবর। আগামীদিনে তারাও এবার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সঙ্গী হলেন। কিন্তু এরপরও এই স্বাস্থ্য বিমা নিয়ে অপপ্রচারের অভাব ছিল না। রাজ্যের বিরোধীরা, বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রচার করছে, এ সবই তো স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ছিলই, তাহলে আর নতুন কি হল? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড চালু করেছিল তাতেও একইভাবে প্রত্যেক পরিবার বার্ষিক সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা করে চিকিৎসার খরচ পেতেন।আয়ুষ্মান ভারতেও তাই পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে আর কেন স্বাস্থ্যসাথীকে বাতিল করা হল? প্রশ্ন তুলে বাজার গরম করতে আসলে নেমে পড়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের আরও বক্তব্য, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী-র ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ছিল না। এই জায়গাতেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একেবারে ঠিক সময়ে মাস্টার স্ট্রোকটি দিয়ে তাদের সেই অস্ত্র ভোঁতা করে দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, যারা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না, তাদের জন্য রাজ্য সরকার বিকল্প নিয়ে আসছে। আর সেটাই হল মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা। এই বিমার ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী একদিকে যেমন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করলেন, তেমনি বিরোধীদের অপপ্রচারকেও ভোঁতা করে দিলেন।

শব্দছক ২৩১

রবি দাস

১	২		৩	■	৪	৫
৬		■	৭		৮	■
	■	৯		■	১০	
১১						■
■	■		■	১২		১৩
১৪			■	১৫		■
	■	১৬			■	১৭
১৮		■	■	১৯		

পাশাপাশি: ১. নিকৃষ্ট ব্যক্তি ৪. বোবা ৬. পদ্মের ডাঁটি ৭. প্রধান সদর দরজা ৯. বয়স্ক ব্যক্তি ১০. গণ্ডাদেবীর বাহন ১১. গরম বালুকা ১২. মোঘল সাম্রাজ্যে হুমায়ুনের পুত্র ১৪. তৃষ্ণার্ত ১৫. মুন্ডবাদে গোটা শরীর ১৬. মাহাত্ম্য ১৭. ছাগল ১৮. পান্ডবদের ষষ্ঠ ভ্রাতা ১৯. সমাধা

ওপর-নিচ: ১. এখনো যার আগমন ঘটেনি ২. সময় ৩. চাকরগিরি ৫. সম্মান ৮. পদ্মবহুল জলাশয় ৯. জবাফুল ১২. মাসের দু-ভাগের এক ১৩. প্রহরী সমূহ ১৪. পিঠা ১৭. চিহ্ন বা দাগ

সমাধান ২৩০ — পাশাপাশি: ১. পরিচয় ৩. ভারত ৫. জাত ৬. মতলব ৯. অদ্য ১০. শুকনো ১১. সঙ্গত ১৩. মোহ ১৪. টমটম ১৮. কান্ত ১৯. সাগর ২০. অরণ্য

ওপর-নিচ: ১. পদ্ম ২. চর্চিত ৩. ভাত ৪. তরী ৫. জাব ৬. মদ্য ৭. লবঙ্গ ৮. অকপট ৯. অর্ঘ্য ১১. সহকার ১২. তট ১৫. মকর ১৬. মন ১৭. বসা

আজকের দিন

■ **১৯১৪** — জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

■ **১৯২০** — জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।

■ **১৯৪৪** — গোপন আস্তানাটি আবিষ্কৃত হওয়ার আগে অ্যান ফ্রাঙ্ক তাঁর ডায়েরির শেষ লেখাটি লিখেছিলেন।

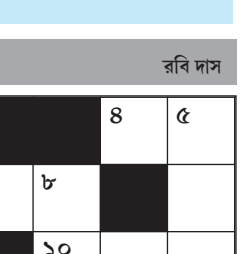

জন্মদিন

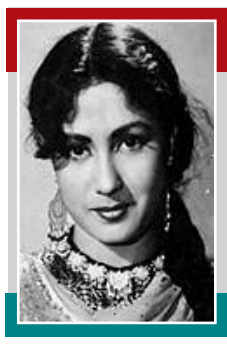

মীনাকুমারী

১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মীনাকুমারীর জন্মদিন।*

১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সইফুদ্দিন চৌধুরীর জন্মদিন।*

১৯৬৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দিলীপ ঘোষের জন্মদিন।*

ভগৎরাম তলোয়ার কি সত্যিই নেতাজিকে সাহায্য করেছিলেন?

নেতাজি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন ও সামরিক সহযোগিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে আফগানিস্তান হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পথে ইউরোপে যান। তাঁর পালিয়ে যাওয়ার অভিযানে ভগৎরাম তলোয়ার গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ছিলেন, কিন্তু রাশিয়ায় যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিদেশি শক্তির সাহায্য সংগ্রহ করা এবং ভগৎরাম তলোয়ারকে রাশিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা।

বেবি চক্রবর্তী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভগৎরাম তলোয়ার এমন এক চরিত্র, যিনি একই সঙ্গে বিপ্লবী, পথপ্রদর্শক, গুপ্তচর এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে সংগ্রামরত এক অসাধারণ নেতা। এই দুই ব্যক্তির সম্পর্ক ইতিহাসের অন্যতম আকর্ষণীয় অধ্যায়।

ভগৎরাম তলোয়ার না থাকলে নেতাজির ১৯৪১ সালের ঐতিহাসিক 'গ্রেট এস্কেপ' হয়তো সফল হতো না। আবার পরবর্তী সময়ে জানা যায়, এই ভগৎরামই ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে বিরল 'পঞ্চগুণ গুপ্তচর' যিনি ব্রিটিশ, জার্মান, ইতালীয়, সোভিয়েত এবং জাপানি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কাজ করেছিলেন।

ভগৎরাম তলোয়ারের পরিচয়

ভগৎরাম তলোয়ার জন্মগ্রহণ করেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে (বর্তমান পাকিস্তানের খাইবার-পাখতুনখোয়া অঞ্চলে)। তাঁর পরিবার ছিল প্রবলভাবে ব্রিটিশবিরোধী। তাঁর বড় ভাই হারি কিষান তলোয়ার ১৯৩১ সালে পাঞ্জাবের গভর্নরকে হত্যার চেষ্টা করে ফাঁসিতে ঝুলেছিলেন। এই ঘটনা ভগৎরামের রাজনৈতিক চেতনা গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে।তলোয়ার যুবক বয়সেই বিপ্লবী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং বামপন্থী ও কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সীমান্ত অঞ্চলের ভূগোল, উপজাতীয় সমাজ এবং গোপন পথ সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান রাখতেন। এই কারণেই পরে নেতাজির পলায়ন অভিযানে তাঁর ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

নেতাজির পলায়নের প্রেক্ষাপট

■ ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার নেতাজিকে গৃহবন্দি করে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে পরাজিত করা কঠিন হবে। তাই তিনি বিদেশি শক্তির সাহায্য নেওয়ার পরিকল্পনা করেন।

■ ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ছদ্মবেশে পালিয়ে যান নেতাজি। প্রথমে তিনি পেশোয়ারে পৌঁছান। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর সবচেয়ে বিপজ্জনক যাত্রা।

ভগৎরামের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

পেশোয়ারে নেতাজির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন মেন আকবর সাহা এবং ভগৎরাম তলোয়ার। নেতাজিকে 'জিয়াউদ্দিন' নামের এক বধির ও মূক পাঠান সেজে সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়। এই পুরো অভিযানে ভগৎরাম ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। পাহাড়ি রাস্তা, উপজাতীয় এলাকা এবং ব্রিটিশ নজরদারি এড়িয়ে তিনি নেতাজিকে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে পৌঁছে দেন।ইতিহাসবিদদের মতে, এই যাত্রা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। একবার ধরা পড়লে নেতাজিকে আবার ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারত।

কাবুলে নেতাজি ও ভগৎরাম

কাবুলে পৌঁছানোর পর নেতাজি কয়েক সপ্তাহ গোপনে অবস্থান করেন। সেখানে তাঁর আশ্রয়, যোগাযোগ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভগৎরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

নেতাজি তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করছিলেন। ভগৎরাম তাঁর বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবহার করে এই পথ তৈরিতে সাহায্য করেন। অবশেষে নেতাজি কাবুল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে জার্মানিতে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

নেতাজি কি জানতেন ভগৎরাম গুপ্তচর?

এটাই ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত প্রশ্নগুলির একটি। ভগৎরাম তলোয়ার পরবর্তীকালে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের জন্যও কাজ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ গবেষক মনে করেন, নেতাজি যখন তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন তখন তিনি ভগৎরামের দ্বৈত বা বহুমুখী গুপ্তচর পরিচয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

বরং নেতাজি তাঁর ওপর এতটাই আস্থা রেখেছিলেন যে ইউরোপে পৌঁছানোর পর তাঁকে নিজের প্রতিনিধি হিসেবেও সুপারিশ করেছিলেন।

পঞ্চগুণ গুপ্তচর ভগৎরাম

■ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভগৎরাম তলোয়ার এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি —

- জার্মানদের কাছে তথ্য সরবরাহ করতেন,
- ইতালীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন,
- সোভিয়েত গোয়েন্দাদের তথ্য দিতেন,
- পরে ব্রিটিশদের জন্য কাজ করতেন,
- এবং কিছু ক্ষেত্রে জাপানিদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন।

এই কারণেই তাঁকে "Quintuple Agent" বলা হয়। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তাঁকে 'সিলভার' কোডনাম দিয়েছিল।

ভগৎরাম কি নেতাজিকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন?

ভগৎরাম ব্রিটিশদের কাছে নেতাজির গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য পাঠিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের বিশ্বাস অর্জন করতে এবং গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে সাহায্য করা। পাশাপাশি যুদ্ধচলাকালীন আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ থেকে সরবাহ করেছিলো। রাশিয়া সরকার তাঁকেক্ষ্ম বিদেশ থেকে অস্ত্র সরবরাহক্ষ্ম - এর অপরাধে আটক করেন। রাশিয়ার জেলে বন্দি থাকাকালীন নেহেরু এবং

গান্ধীজিকে চিঠি লেখেন।তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এর কোনো সদত্তর দেননি। সেইসময় রাশিয়া সরকার ভগৎরাম তলোয়ারকে বলেছিলো 'তুমি তো তোমার দেশের জন্য কাজ করেছো ফলে তোমার দেশে তুমি দেশদ্রোহী নয়। তোমার পক্ষে ভারত সরকারের আইনজীবী থাকুক' কোথায় তোমার আইনজীবী..? সেই মুহূর্তে সহকর্মী নেতাজির পক্ষে সম্ভব ছিল না ভগৎরাম তলোয়ারকে সাহায্য করা। কারণ প্রচন্ড বৃষ্টি - খাদ্য সংকট দেখা দিলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অনুরোধে নেতাজি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। তখন ব্রিটিশ সরকার নেতাজির বিরুদ্ধে একটি নোটিশ জারি করেছিলেন "Wanted Criminal" যেখানেই থাকুক এমনকি মাটির নীচে সেখান থেকে শিরচ্ছেদ চাই সুভাষচন্দ্র বসুর...! কিন্তু নেহেরু সাহায্য তো দূরে থাক ভগৎরাম তলোয়ারের চিঠির কোনো উত্তর দেয়নি। পরে সোভিয়েত রাশিয়া বাধ্য হয়ে ভগৎরাম তলোয়ার কে ছেড়ে দেয়। পরে এই ভগৎরাম তলোয়ার দেশে ফিরে নথুরাম গডসে এর সাথে হাত মিলিয়ে গান্ধীজিকে হত্যা করে। অন্যদিকে অনেক ইতিহাসবিদের মতে, তিনি মূলত ফ্যাসিবাদবিরোধী ও কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল না নেতাজির ক্ষতি করা, বরং নিজের রাজনৈতিক আদর্শ অনুসরণ করা।

তবে একটি বিষয় স্পষ্ট;যদি তিনি সত্যিই নেতাজিকে ধরিয়ে দিতে চাইতেন, তাহলে পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত বিপজ্জনক যাত্রায় তা করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং নিরাপদে নেতাজিকে সীমান্ত পার করিয়ে দেন।

নেতাজির রাশিয়া যাত্রা আসল উদ্দেশ্য

নেতাজি ভগৎরামকে বাঁচাতে বা তাঁর জন্য বিশেষ মিশনে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। নেতাজির লক্ষ্য ছিল-

- ব্রিটিশবিরোধী আন্তর্জাতিক সমর্থন সংগ্রহ করা।
- সোভিয়েত নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।
- প্রয়োজনে জার্মানি ও অন্যান্য শক্তির সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়া।
- পরবর্তীকালে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা।

রাশিয়ায় যাওয়া ছিল তাঁর বৃহত্তর কূটনৈতিক ও সামরিক পরিকল্পনার অংশ, ভগৎরামকে উদ্ধার করারও মিশন বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ভগৎরাম দীর্ঘদিন জনসমক্ষে খুব একটা পরিচিত ছিলেন না।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও ভগৎরাম তলোয়ারের সম্পর্ক ছিল ইতিহাসের এক অসাধারণ অধ্যায়। একজন ছিলেন স্বাধীন ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা বিপ্লবী নেতা, অন্যজন ছিলেন সীমান্ত অঞ্চলের সাহসী কর্মী ও রহস্যময় গুপ্তচর।

ভগৎরাম তলোয়ার নেতাজির ১৯৪১ সালের পলায়ন অভিযানের অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া নেতাজির কাবুল পৌঁছানো অত্যন্ত কঠিন হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর বহুমুখী গুপ্তচর পরিচয় এই সম্পর্ককে রহস্যে আবৃত করে দেয়।

তবুও ইতিহাসের নিরপেক্ষ মূল্যায়নে বলা যায়; ভগৎরাম তলোয়ার নেতাজির জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সহযাত্রী ছিলেন। আর নেতাজির রাশিয়া যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জন করা; ভগৎরামকে বাঁচানো জন্য।

এফসিআরএ সংশোধনী ২০২৬: নিয়ন্ত্রণ নাকি নাগরিক সমাজের সংকোচন?

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

গণতন্ত্রের শক্তি কেবল সংসদ, সরকার কিংবা বিচারব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না। একটি সুস্থ গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রাণশক্তি লুকিয়ে থাকে তার নাগরিক সমাজে। সেই সমাজের মুখ হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশরক্ষার উদ্যোগ, মানবাধিকার সংগঠন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র যেখানে সব সময় পৌঁছাতে পারে না, সেখানে এই সংগঠনগুলিই বহু মানুষের জীবনে আশার আলো জ্বালায়। আবার ইতিহাস এটাও শেখায় যে, বিদেশি অর্থের প্রবাহ কখনও-কখনও রাজনৈতিক বা কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ারও হয়ে উঠতে পারে। ফলে বিদেশি অনুদানের উপর নজরদারি কোনও অস্বাভাবিক বিষয় নয়। প্রকৃত প্রশ্নটি অন্যত্র;নজরদারি কতটা হবে ও নিয়ন্ত্রণের সীমা কোথায় শেষ হবে?

সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে বিদেশি অনুদান (নিয়ন্ত্রণ) সংশোধনী বিল, ২০২৬ পুনরায় আলোচনার জন্য তালিকাভুক্ত হওয়ার পর সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে এসেছে। একদিকে সরকার বলছে, এই সংশোধনী দেশের নিরাপত্তা, আর্থিক স্বচ্ছতা এবং আইনের শাসনকে আরও শক্তিশালী করবে। অন্যদিকে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মানবাধিকারকর্মী এবং আইনবিশেষজ্ঞ মনে করছেন যে;এই সংশোধনী রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে এমনভাবে বিস্তৃত করছে, যার ফলে নাগরিক সমাজের স্বাধীন পরিসর সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে।

ভারতে বিদেশি অনুদানকে ঘিরে বিতর্কের ইতিহাস দীর্ঘ। স্বাধীনতার পর বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ উন্নয়ন, নারীকল্যাণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ মোকাবিলার কাজে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। দেশের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের কাজের একটি বড় অংশ বিদেশি অনুদানের উপর নির্ভরশীল। এই অর্থে বিদেশি অনুদান কেবল অর্থনৈতিক সহায়তা নয়; বহু ক্ষেত্রে তা সামাজিক উন্নয়নেরও সহযাত্রী।

অন্যদিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ অমূলক নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্তমান বাস্তবতায় বিদেশি অর্থ কখনও মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তার, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কিংবা অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যম হতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই ১৯৭৬ সালে প্রথম বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয়। পরে ২০১০ সালে নতুন আইনি কাঠামো কার্যকর হয়, যেখানে বিদেশি অর্থ গ্রহণের জন্য নিবন্ধন, হিসাবরক্ষণ এবং সরকারি তদারকির সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়। অর্থাৎ আইনটির মূল দর্শন ছিল;বিদেশি অনুদান নিষিদ্ধ করা নয়, বরং নিয়ন্ত্রিত ও স্বচ্ছ ব্যবস্থার মধ্যে রাখা। ২০২৬ সালের সংশোধনী বিল সেই কাঠামোকেই আরও কঠোর করতে চায়। আপত্তির মূল জায়গা এখানেই। কারণ সমালোচকদের মতে, এই সংশোধনীতে প্রশাসনিক ক্ষমতা এতটাই বাড়ানো হয়েছে যে একটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিল হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার অস্তিত্বও কার্যত বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। বিদেশি অনুদানে নির্মিত সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ, নিবন্ধন বাতিলের বিস্তৃত ক্ষমতা এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক বিধানের ব্যাখ্যাগত অস্পষ্টতা;সব মিলিয়ে উদ্বেগের কারণ তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে 'জনস্বার্থ'-এর প্রশ্নে। কোনও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি 'জনস্বার্থ' প্রধান ভিত্তি হয়, তবে সেই জনস্বার্থের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা কী? আইনের ভাষায় বহু সময় এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়, যার ব্যাখ্যা পরিস্থিতিভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি যখন এমন একটি বিস্তৃত ধারণার উপর দাঁড়ায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ জনস্বার্থের সংজ্ঞা যত বিস্তৃত, প্রশাসনিক বিবেচনার ক্ষেত্রও তত বড়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অভিযোগ এবং অপরাধের মধ্যে পার্থক্য। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতেই পারে। কিন্তু অভিযোগ মানেই অপরাধ প্রমাণিত হওয়া নয়। বিচারব্যবস্থার মৌলিক নীতি হল, যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী বলা যায় না। ফলে শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে যদি কোনও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যাহত হয়, তবে সেই ক্ষতির দায় কে নেবে;এই প্রশ্নও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

নাগরিক সমাজের আরেকটি বড় উদ্বেগ সম্পদের প্রশ্নে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বহু বছর ধরে মানুষের অনুদান, বিদেশি সহায়তা এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণকেন্দ্র কিংবা আশ্রয়গৃহ গড়ে তুলতে পারে। পরবর্তীকালে কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ফলে যদি সেই সম্পদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের নয়, সেই প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল অসংখ্য মানুষের জীবনও অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে। আইন তাই শুধু প্রশাসনিক নথি নয়; তার প্রতিটি ধারা মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। অবশ্য এই বিতর্কের অন্য দিকও রয়েছে। অতীতে কিছু সংগঠনের বিরুদ্ধে বিদেশি অনুদানের অপব্যবহার, আর্থিক অনিয়ম কিংবা ঘোষিত উদ্দেশ্যের বাইরে অর্থ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। সরকারের দাবি, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার কারণে কঠোর নজরদারি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই যুক্তিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, আর্থিক শৃঙ্খলা এবং আইনের শাসন রক্ষা করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের পথ এমন হওয়া দরকার, যাতে প্রকৃত সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি অকারণে ভয়ের পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য না হয়। গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্র ও নাগরিক সমাজের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা। রাষ্ট্র যদি প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সন্দেহের চোখে দেখে, তবে সেই আস্থা ক্ষয় হতে শুরু করে। আবার নাগরিক সমাজ যদি আইন মানার সংস্কৃতি থেকে সরে আসে, তাতেও গণতন্ত্র দুর্বল হয়। তাই প্রয়োজন সংঘাত নয়, ভারসাম্য। কঠোরতা থাকুক, কিন্তু তা হোক যুক্তিসঙ্গত; নজরদারি থাকুক, কিন্তু তার সঙ্গে থাকুক স্বচ্ছতা, আপিলের কার্যকর ব্যবস্থা এবং নিরপেক্ষ বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ। ভারতের সংবিধান একদিকে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করেছে, অন্যদিকে নাগরিকের স্বাধীনতাকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে কোনওটিকেই অন্যটির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা যায় না। বরং একটির শক্তিই অন্যটির ভারসাম্য রক্ষা করে। বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও সেই সাংবিধানিক ভারসাম্য বজায় থাকাই সবচেয়ে জরুরি।

এফসিআরএ সংশোধনী ২০২৬ তাই কেবল একটি প্রশাসনিক সংশোধনী নয়; এটি রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পর্ককে নতুন করে ভাবার একটি সুযোগ। সংসদে এই বিল নিয়ে আলোচনা নিশ্চয়ই হবে। মতভেদও থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে আইন তৈরি হবে, তার মধ্যে যদি নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা;উভয়েরই মর্যাদা রক্ষা পায়, তবেই তা একটি পরিণত গণতন্ত্রের পরিচয় বহন করবে। কারণ শক্তিশালী রাষ্ট্র যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন স্বাধীন, দায়িত্বশীল এবং সজীব নাগরিক সমাজ। এই দুইয়ের সমন্বয়েই গণতন্ত্র তার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়।

(মতামত ব্যক্তিগত)

‘কাটমানি’র অভিযোগে দুর্গাপুর নগরনিগমের সরকারি কর্মীকে বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সরকারি কর্মীর নাম ভাড়িয়ে পেট্রল পাম্পে কমিশন দাবি! অভিযোগের জেরে কাজ থেকে সরানো হল বরখাস্ত তৃণমূল কাউন্সিলর-ঘনিষ্ঠ গাড়িচালককে, প্রশ্নের মুখে নগর নিগমের নজরদারি।

সরকারি প্রকল্প, টেন্ডার কিংবা নির্মাণকাজ নয়, এবার অভিযোগ উঠল সরকারি বর্জ্যবাহী গাড়ির জ্বালানি তেল সরবরাহে ‘কাটমানি’ চাওয়ার। এই অভিযোগ সামনে আসতেই ফের বিতর্কের কেন্দ্রে দুর্গাপুর নগর নিগম। সরকারি কর্মীর নাম ব্যবহার করে জ্বালানি সরবরাহকারী পেট্রল পাম্পে কমিশন দাবি করার অভিযোগ উঠেছে নগর নিগমের এক গাড়িচালকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, দুর্গাপুর নগর নিগমের বর্জ্যবাহী গাড়ির চালক ভৈরব প্রামানিক সরকারী কেয়ারটেকার রবিন সামন্তের নাম ভাড়িয়ে নগর নিগমের গাড়িগুলিতে জ্বালানি সরবরাহকারী একটি পেট্রল পাম্পে গিয়ে কাটমানি দাবি করেন। অভিযোগ, সরকারি দায়িত্বের আড়ালে ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করা হয়। কয়েক দিন আগেও এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই তা দ্রুত প্রশাসনের নজরে পৌঁছায়। সরকারী কেয়ারটেকার রবিন সামন্ত অভিযোগ জানানোর পর দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নগর নিগমের কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর দাবি, অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা বিবেচনা করে কমিশনার অভিযুক্ত ভৈরব প্রামাণিককে আপাতত কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

যদিও অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তের প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। নগর নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

জামুড়িয়ায় এসটিএফের জালে যুবক, দুই আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে জামুড়িয়া থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং এক রাউন্ড তাজা গুলি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে জামুড়িয়ার বেলবাদ এলাকার যাত্রী প্রতীক্ষালয় থেকে এসটিএফের একটি দল ওই যুবককে আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে দুটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র (পিস্তল) এবং এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়। এরপর ধৃতকে জামুড়িয়া থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতের নাম খাইরুল আলম চৌধুরী (২৪)। তার বাড়ি পাণ্ডবেশ্বর থানার ডালুরবাঁধ এলাকায় শনিবার সকালে এসটিএফের আধিকারিকরা ধৃতকে আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে চেষ্টা করছে, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এগুলি কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল কি না। ধৃতের সঙ্গে অন্য কোনও দুষ্কৃতী চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ এবং জামুড়িয়া থানার পুলিশ।

সংস্কারের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে কামারপুকুরের সুকান্ত উদ্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ‘পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি...’ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘ছাড়পত্র’ কবিতার এই পঙক্তিটি বর্তমান সময়ে খুব প্রাসঙ্গিক বলে মনে হলেও সেটা কি করতে পারা গেছে। সেই প্রশ্ন বার বার উঠছে। গোঘাটের কামারপুকুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সুকান্ত উদ্যানের বেহাল চিত্র দেখলেই বোঝা যাবে। শিশুদের খেলার জায়গায় চড়ছে গোরু ও ছাগল। সন্ধ্যা হলেই বসছে মদের আসর। শিশুদের খেলার মাঠে বসছে বস্ত্রমেলা। এ সবই হয়েছে তৃণমূলের আমলে। আর আজও একই চিত্র। যদিও বিজেপি সরকার গঠন করলেও কামারপুকুর পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে। প্রধান রাজদ্বীপ দে দুর্নীতির অভিযোগে জেলে ছিলেন। আর উপপ্রধান সুপ্রকাশ লাহা প্রধানের দায়িত্ব সামলান। জানা গেছে, কামারপুকুরের সুকান্ত উদ্যান দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে বেহাল দশা। সুকান্ত উদ্যানটি বামফ্রন্ট সরকারের শেষের দিকে এটি তৈরি হয়। এলাকার মানুষের দাবি সংস্কারের অভাবে হারিয়ে যাওয়ার মুখে এই উদ্যান বা পার্ক। এখানে নেই কোন ফুলের বাগান, নেই তেমন কিছু গাছগাছালি। নেই শিশুদের খেলাধুলার সরঞ্জাম। নেই বয়স্কদের বসার জায়গা। বিদ্যুতের তার বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। এই সুকান্ত উদ্যানের পূর্ব দিকে যে সারিসারি ফক্সটেল বা পাম গাছ রয়েছে তার নিচে পড়ে রয়েছে প্লাস্টিক, ভাঙাচোরা বিভিন্ন জিনিস, খড়ের গাদা, গোবর সার, গাছে বাঁধা রয়েছে গোরু। রয়েছে বাঁশের অস্থায়ী কাঠামো। সারদাপল্লীর খেলার মাঠে বড়রা যখন খেলে ছোটরা তখন এই সুকান্ত উদ্যানে খেলাধুলা করে। এই বাঁশের কাঠামোগুলি ছোটদের অনেক সময় আহত করে। সারদা পল্লীর খেলার মাঠটিও অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। মাঠে বাঁধা থাকে গরু। মাঠের এক কোণে অনেকে নোংরাও ফেলেন। এবং মাঠের এক প্রান্তে রয়েছে মা সারদার মূর্তি। সেটিও সংস্কারের অভাবে জীর্ণ। এই উদ্যানের সংস্কার খুবই জরুরী বলে দাবি এলাকার মানুষের। এই বিষয়ে গাছ মাস্টার ভবানী প্রসাদ দাস বলেন, ‘রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের প্রভাবে এই উদ্যানটি হারিয়ে যেতে বসেছে। অবিলম্বে গাছ লাগিয়ে সুকান্ত উদ্যান কে শিশুদের খেলার উপযোগী করা প্রয়োজন’। কামারপুকুরের যুবক বিপ্লব গোস্বামী বলেন, ‘এই উদ্যানটি গড়ে উঠলেও শিশুরা খেলাধুলা করতে পারছে না চারিদিকে বন জঙ্গল ছাগল গোরু চড়ছে। বিকালে ছেলে মেয়েরা খেলাধুলা করতে আসে। হয়ে উদ্যানে প্রবেশ করতে পারছে না। সংস্কার প্রয়োজন’। কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান সুপ্রকাশ লাহা বলেন, ‘আমি মাত্র ১৫ দিন দায়িত্ব নিয়েছি। পঞ্চায়েতের ফান্ড কম। তা সত্ত্বেও হাইমাস লাইট ও ড্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাটিকে রক্ষা করার জন্য যা করার সেই বিষয়ে পরিকল্পনা করা হবে।’ সবমিলিয়ে এখন দেখার প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয়।

জবকার্ড ও আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত গলসির তিনটি পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গত তৃণমূল সরকারের আমলে চেষ্টা করেও মেলেনি জবকার্ড। কারও আবার জবকার্ড থাকলেও মেলেনি সরকারি আবাস যোজনার বাড়ি। ভাঁঙাচোরা মাটির বাড়িতে চরম কষ্টে বসাবস করছেন গলসির মিরিকপাড়ার গৃহবধু ঝুমা কুন্ডু ও পুতুল কুন্ডু। পাশের বাড়ি সেফালী দে এর বাড়িরও একই দশা। কারও বাড়ির টালি ভাঁঙা তো কারও আবার এক দিকের দেওয়াল ভেঙে পরে গিয়েছে। বর্ষা এলেই ঘুম উড়ে যায় পরিবার গুলির। নেই কোন নিরাপদ আশ্রয়। ফলে ভাঁঙা বাড়িতেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন পার করতে হয় ওই পরিবারগুলিকে। একটি ত্রিপল ছিঁড়ে গেলে আবার একটি লাগিয়ে বর্ষা পার করান। আর এই ভাবেই ১৫ বছর ধরে নিদারুন কষ্টে রয়েছেন পরিবারগুলি। অভিযোগ, বিগত পনেরো বছরে এদের ভাগ্যে জোটেনি জবকার্ড। শেফালীর জবকার্ড জুটলেও তার মাথায় জোটেনি সরকারী ছাদ। বারবার বিডিও অফিস ও দুয়ারে সরকারে গিয়েও মেলেনি সুরাহা। অভিযোগ, বিজেপি করার জন্যই এরা সরকারি প্রকল্পের থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তবে এবার রাজ্যে পালা বদল হয়েছে। নতুন সরকার আসতেই জবকার্ড ও বাড়ি পাবার ভরসা পাচ্ছেন ঝুমা কুন্ডু, সেফালী দে, পুতুল কুন্ডুরা। তবে তাদের ত্রিপল দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে গলসি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কমল রুইদাস। তাছাড়াও গলসি ১ নম্বর মন্ডলের সাধারন সম্পাদক নিত্যানন্দ কুন্ডু তাদের সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of missing person **Md. Kalim, Son of Lt. Golam Md.** of 100/H/4, Dilkhusa Street, PS – Karaya, Kolkata - 700017, who has been missing since **20.06.2026** from his residence. **Description of this missing person is: Age –** 65 Years, **Height** – 5’, **Complexion** – Whitish, **Built** – Medium, **Wearing –** Black and White Shirt and Green Lungi, please inform whereabouts of the missing person, contact to the O.C., Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lalbazar, Kolkata - 700001. (Telephone No. 033 – 2214 -1835, 9874902710).

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

KESORAM

CIN: L17119WB1919PLC003429
রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ২২৪৩ ৯৫৫৪, ০৩৩ ২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২১৩ ৫১২১
ইমেল : corporate@kesoram.com | ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

৩০ জুন, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

/কোটি

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৬	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৬	পূর্ববর্ষের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৫	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৬	চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৬	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৬	পূর্ববর্ষের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৫	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৬
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যক্রম থেকে মোট আয়	১৪.৩৫	৪২৫.৩৭	১,১৩১.০০	৫,০৭৩.১৯	১,৮২৪.০০	১,২৭২.৯৬	১,৩৩৬.৪২	৩০,৩৩৩.৩৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	(২৮৭.৫৮)	২২৭.১৫	৬৬৪.৪২	৩,৫২০.২৭	(২,০৬২.৮৩)	(১,৭০২.৭৯)	(৬৬১.৬১)	(৪,৬৪৯.৭৭)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(২৮৭.৫৮)	২২৭.১৫	(১২,৭৪১.০৭)	(২০,৬৯৫.২২)	(২,০৬২.৮৩)	৩,১০৬.৩৫	(৯,৯৪৫.০৪)	(৮,৮২১.৮৮)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(২৪৩.৬৮)	২২৭.১৫	(১২,৭৬২.৪৩)	(২০,৬৮৬.৫৮)	(২,০১৮.৯৩)	৩,১০৬.৩৫	(৯,৯৬৪.৪০)	(৮,৮১৩.২৪)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(২৬১.৯০)	(১,০০৪.৪৭)	(১২,৭৬২.৪৩)	(১৯,৯৯৩.০৩)	(২,০৩৭.১৫)	১,৭২৯.১৩	(৯,৯৬৪.৪০)	(৮,১৪১.৩৫)
৬	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭	৩১,০৬৬.৩৭
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	৩,৪২৮.৯৮	-	-	-	৫,৯৩৬.৪৮
৮	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১২৫,৯৬৮.২৫	১২৫,৯৬৮.২৫	১২৫,৯৬৮.২৫	১২৫,৯৬৮.২৫	১২৫,৯৬৮.২৫	১২৫,৯৬৮.২৫	১২৫,৯৬৮.২৫	১২৫,৯৬৮.২৫
৯	নিট মূল্য	৩৩,৯২৬.৩২	৩৪,১৮৮.২২	৪১,৪৪৮.৮৪	৩৪,১৮৮.২২	২৯,৭৩৩.৭৫	৩১,৭৭০.৯০	৩০,৭৫৩.০৫	৩১,৭৭০.৯০
১০	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/-) - মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	(০.০৮)	০.০৭	(৪.১০)	(৬.৬৬)	(০.৬৫)	১.০০	(৩.২০)	(২.৮৪)

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ এবং ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:

(ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের সারাংশ। ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com-তে পাওয়া যাবে।

(খ) বর্তমান মেয়াদের শ্রেণীবদ্ধকরণের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য যেখানে প্রয়োজন মনে হয়েছে, পূর্ববর্তী মেয়াদের পরিসংখ্যান পুনর্গঠন/পুনঃশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

(গ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ৩১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

তারিখ : ৩১ জুলাই, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
পি. রাধাকৃষ্ণণ
হোল-টাইম ডিরেক্টর এবং সিইও

চন্দ্রকোনা সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে অবৈধ দখল উচ্ছেদের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা পৌরসভা এলাকার চন্দ্রকোনা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে দীর্ঘদিন ধরে জবর দখল করে বসে থাকায় একাধিক দোকান উচ্ছেদের উদ্যোগ নিল চন্দ্রকোন পৌরসভা। সেই লক্ষ্যে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানগুলিতে

১০ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে নোটিশ পৌঁছে দেয়া হয়েছে। পৌরসভার নোটিসে স্পষ্ট জানানো হয়েছে ১০দিনের মধ্যে অবৈধ দোকান স্বেচ্ছায় সরিয়ে না ফেললে আইন অনুযায়ী উচ্ছেদ-সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নোটিশ পাওয়ার পর উদ্বেগে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। পৌরসভার নোটিশ পাওয়া ব্যবসায়ীরা শেখ হাসিবুল, আলী অনন্ত দে বলেন, ২০০৯ সাল থেকে তাঁরা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে ব্যবসা করে আসছেন। এই দোকানের পায়ের উপর তাদের পরিবারের জীবিকা নির্ভরশীল। দোকান উচ্ছেদ হলে তাঁরা চরম আর্থিক সংকটে পড়বেন। পৌরসভার এই পদক্ষেপকে ঘিরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এখন নির্ধারিত সময়সীমার শেষ হওয়ার পর পৌরসভা কি পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই নজর সকলের।

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 , Tel.: 033-22487406
Website: www.somatextiles.com; E-mail ID: investors@somatextiles.com
CIN:L51909WB1940PLC010070

EXTRACTS OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2026

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2026	31.03.2026	30.06.2025	31.03.2026
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income	2857	5087	695	8751
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) ^	235	369	236	478
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) ^	276	595	363	1089
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	276	488	363	982
Total comprehensive income for the period [{Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)}]	276	489	363	983
Paid up Equity Share Capital	3303	3303	3303	3303
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic:	0.84	1.48	1.10	2.98
Diluted:	0.84	1.48	1.10	2.98

^ Includes share in profit of associate.

Extract from the Standalone financial results:

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2026	31.03.2026	30.06.2025	31.03.2026
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Income from operations (Turnover)	2839	5082	205	8088
Profit before tax	276	595	363	1089
Profit after tax	276	488	363	982

Note:
1) The above results for the quarter ended June 30, 2026 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on July 31, 2026 and the Statutory Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the same.
2) The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the same are available on Stock Exchanges Website i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and on Company's website www.somatextiles.com.

Place: Pune
Date: 31st July, 2026

For **Soma Textiles & Industries Ltd.**
Teja Ranade Gadhoke
Chairman
DIN: 00028218

দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি. অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
(ফোন) : (০৩৩)২২২৩৩৩৯৪, **ই-মেল:** periatea@lnbgroup.com, **ওয়েবসাইট:** www.periatea.com
CIN: L01132WB1913PLC220832,

দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড এর ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এর বিশেষ ব্যবস্থা

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিয়ালাইজেশন (‘‘ডিম্যাট’’) এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করছে যে, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সময়ে ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ এর হস্তান্তর এবং ডিমেটেরিলাইজেশন(ডিমাট) জন্য বিক্রি বা ক্রয় ১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে বাতিল, ফেরত বা প্রক্রিয়াধীন হয়নি এমন অনুরোধগুলি সহ ব্যবস্থিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট সুবিধা গ্রহণের জন্য দাখিল করা হয়েছিল মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট(গুলি), হস্তান্তর শেয়ার সম্পাদিত ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে এবং সমুদয় আবশ্যক নথি সহ সেগুলিই বিশেষ ব্যবস্থায় উপযুক্ত বিবেচিত হবে। যে সকল সিকিউরিটিজ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত হবে সেগুলি কেবল ডিমাট আকারেই জমা হবে।
শেয়ারহোল্ডারগণ সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট, মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ‘‘সূর্য্য’’, ৩৫, মেফ্লাওয়ার এভিনিউ, সেন্থিল নগর এর পিছনে, সৌরিপালায়াম রোড, কোয়েম্বাটুর-৬৪১০২৮, তামিলনাড়ু, বা ইমেল : coimbatore@in.mpms.mufg.com যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লি. এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংঘানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১.০৭.২০২৬

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

CIN : L51909WB1995PLC071730
নিবন্ধিত অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন : (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮ **ইমেল :** kvl@lnbgroup.com **ওয়েবসাইট :** www.lnbgroup.com

কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের ফিজিক্যাল শেয়ার এর ডিমেটেরিয়ালাইজেশন এবং স্থানান্তর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/১/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, ১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে যে সকল ফিজিক্যাল শেয়ার বিক্রি বা ক্রয় করা হয়েছিল তার ডিমেটেরিয়ালাইজেশন (ডিমাট) এবং স্থানান্তর সুবিধার জন্য ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে শুরু এবং ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখে সমাপ্ত হওয়া সাপেক্ষে এক বছরের মেয়াদে এক বিশেষ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
এই সুবিধা ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে স্থানান্তর নিমিত্ত দাখিল করা হয়েছিল এবং যা প্রক্রিয়াগত আবশ্যকতা, নথির অপ্রতুলতা বা অন্য কোনও কারণ হেতু বাতিল, ফেরত বা প্রক্রিয়াধীন হয়নি তার জন্যও গ্রহণ করা যাবে। সফল যাচাইয়ের পর সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহ কেবল ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে স্থানান্তর করা হবে।
শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সুবিধা গ্রহণ করতে তাদের অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্স ফার এজেন্ট মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল আইডি contact@mdplcorporate.com ঠিকানায় দাখিল করতে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১.০৭.২০২৬

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
আনমোল নিরইয়াত প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	আনমোল নিরইয়াত প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০৩.০৮.১৯৯৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U70101WB1995PTC073340
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	গ্রাম - বাগোরিয়া পো - ধাবনি, থানা - লৌডোহা, বর্ধমান, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭১৩২০৫
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	৩০.০৭.২০২৬। যাইহোক আইবিবিআই পোর্টলে অর্ডার আপলোড হয়েছে **৩১ জুলাই ২০২৬** তারিখে।
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৬.০১.২০২৭
৮.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী রীতেশ আগরওয়াল আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02296/2021-2022/13557
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	**ঠিকানা :** জিন্দাল টাওয়ার, ব্লক সি, ফ্ল্যাট নং ৩০১, ১এ কুন্দন বাই লেন, সিলভার জুবিলি হাসপাতালের নিকট হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২০৪ **ইমেল : ritesagarwal@gmail.com**
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কাঙ্কারিয়া এস্টেটস, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০৭১ **ইমেল : cirpanmol@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৩.০৮.২০২৬
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	১. প্রযোজ্য নয় ২. প্রযোজ্য নয় ৩. প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	**Web link : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads** সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে **আনমোল নিরইয়াত প্রাইভেট লিমিটেড**-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার **৩০ জুলাই ২০২৬** তারিখে। যদিও আইবিবিআই পোর্টালে অর্ডার আপলোড করা হয়েছে **৩১ জুলাই ২০২৬** তারিখে।
আনমোল নিরইয়াত প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **১৩ আগস্ট ২০২৬** তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শ্রী রীতেশ আগরওয়াল
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
আনমোল নিরইয়াত প্রাইভেট লিমিটেড
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP-P-02296/2021-2022/13557
এএফএ নং : AA1/13557/02/300627/109524 বৈধ : ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত

তারিখ : ৩১.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড

সিআইএন: L46620WB2024PLC268366
গোদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ৯ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক - ইপি এবং জিপি, সেক্টর - V, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০৯১

[সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর ৪৭(১)(বি) রেগুলেশন অনুসারে]

৩০ জুন, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(ইপিএস ব্যতীত টাকা লাখে)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত বর্ষের জন্য
	৩০.০৬.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	২০,০৯০.০৩	২২,৭৬১.৪৯	১৮,১৩০.৪১	৮৩,৫৯১.৮৭
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পূর্ব)	২,৩৩৯.১৫	২,৫৬৯.৪১	১,৯৫২.৬৯	৯,৫৩১.৮২
কর পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	২,৩৩৯.১৫	২,৫৬৯.৪১	১,৯৫২.৬৯	৯,৫৩১.৮২
কর পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	১,৭৫০.৪৪	১,৯০৫.১৮	১,৪৬১.২৪	৭,০৮২.৭৬
পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার)	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়) ক. মূল	৪.১০	৪.৪৬	৩.৪২	১৬.৫৮
খ. মিশ্রিত	৪.১০	৪.৪৬	৩.৪২	১৬.৫৮

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের তথ্যটি ৩০ জুন, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি নির্যাস। এটি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক তাদের ৩০/০৭/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী এটি স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে।
২. উল্লিখিত ৩০ জুন, ২০২৬-এ সমাপ্ত স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com -এ পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া ক্যুআর কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

৩০ জুন, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(ইপিএস ব্যতীত টাকা লাখে)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত বর্ষের জন্য
	৩০.০৬.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬
	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	৩৮,১৬৫.১৫	২৩,১২৮.৭৫	১৮,১৩০.৪১	৮৩,৯৫৯.১৩
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পূর্ব)	৩,৯৫৬.১৭	২,৬০৭.১২	১,৯৫২.৬৯	৯,৫৬৩.৩৬
কর পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	৩,৯৫৬.১৭	২,৬০৭.১২	১,৯৫২.৬৯	৯,৫৬৩.৩৬
সহযোগী প্রতিষ্ঠানের লাভের অংশ গ্রহণের পূর্বে কর-পরবর্তী উক্ত মেয়াদের নিট লাভ/(ক্ষতি)	২,৯৭১.৪৪	১,৯৩৮.০৭	১,৪৬১.২৪	৭,১০৯.৪৮
সহযোগী প্রতিষ্ঠানের লাভের অংশ গ্রহণের পর কর-পরবর্তী উক্ত মেয়াদের নিট লাভ/(ক্ষতি)	২,৯৭১.৪৪	২,৪৪৫.৮৬	১,৪৬১.২৪	৭,৬১৭.২৭
পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার)	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	১,২৩৬.৭৮	২,১৩৬.০৭
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়) ক. মূল	৬.৯৬	৫.৭৩	৩.৪২	১৭.৮৩
খ. মিশ্রিত	৬.৯৬	৫.৭৩	৩.৪২	১৭.৮৩

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের তথ্যটি ৩০ জুন, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি নির্যাস। এটি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক তাদের ৩০/০৭/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী এটি স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে।
২. উল্লিখিত ৩০ জুন, ২০২৬-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com -এ পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর পক্ষে ও তাদের হয়ে
গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
স্বা/-
বিভর আগরওয়াল
চেয়ারম্যান, এমডি এবং সিইও
DIN: 02331469

তারিখ : ৩০-০৭-২০২৬
স্থান : কলকাতা

SBI
রিটেল অ্যাসেট স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস সেন্টার,
দুর্গাপুর সিটি সেন্টার শাখা প্রেমিসেস, ২য় ফ্লোর, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট- ৪ [রুল-৮(১)]

লোন অ্যাকাউন্ট নং:- ৩৭০৯৬১৭৬৪৯১ (এইচবিএল) এবং ৩৭১০৮৬৮৭১২৪ (সুরক্ষা)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** আরএএসএমইসিসি, দুর্গাপুর শাখা-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৩ নং) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯.০৫.২০২৬** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ, **(১) শ্রী সত্যেন্দ্র পাসোয়ান,** পিতা- প্রয়াত কাপাল পাসোয়ান, ফ্ল্যাট নং ১-এ (১ম ফ্লোরে), ব্লক-১, সায়ক অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা- আড়রা, মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, দুর্গাপুর-৭১৩২১২-এ এবং (২) শ্রীমতী সরিতা পাসোয়ান, স্বামী- সত্যেন্দ্র পাসোয়ান, ফ্ল্যাট নং ১-এ (১ম ফ্লোরে), ব্লক-১, সায়ক অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা- আড়রা, মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২-এ, -কে **১৯.০৫.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **১৪,৯৪,৯৮২.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ চুরানব্বই হাজার নয়শো বিরাশি টাকা মাত্র)** এবং আজ পর্যন্ত বকেয়া সুদ সহ উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের ৩১শে জুলাই** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসি, দুর্গাপুর শাখা-এর **১৯.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১৪,৯৪,৯৮২.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ চুরানব্বই হাজার নয়শো বিরাশি টাকা মাত্র)** এবং তার উপর পরবর্তী সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদির ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:

(১) ২০১৭ সালের ডিড নং আই-০২০৬০৪১০৬
ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ১-এ (১ম ফ্লোর), ব্লক-১, সায়ক অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা- আড়রা, দুর্গাপুর - ৭১৩২১২ হিসাবে আবাসিক ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ কমবেশি ১০১১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ), মৌজা- আড়রা, জে.এল. নং ৯১, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৭১, ২৭৭২, ২৭৭৩, আর.এস. প্লট নং ১৪৫৭, ১৮৭৯, ১৮৮৪, এল.আর. প্লট নং ১৫৩০, ২৬৫৩, ২৬৫৮, মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কাঁকসা দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২-তে অবস্থিত প্লটের উপর নির্মিত, **সম্পত্তিটি (১) শ্রী সত্যেন্দ্র পাসোয়ান,** পিতা- প্রয়াত কাপাল পাসোয়ান, ফ্ল্যাট নং ১-এ (১ম ফ্লোরে), ব্লক-১, সায়ক অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা- আড়রা, দুর্গাপুর-৭১৩২১২ এবং **(২) শ্রীমতী সরিতা পাসোয়ান,** স্বামী- সত্যেন্দ্র পাসোয়ান, ফ্ল্যাট নং ১-এ (১ম ফ্লোরে), ব্লক-১, সায়ক অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা-আড়রা, দুর্গাপুর-৭১৩২১২ এর নামে রয়েছে।
চৌহদ্দি নিম্নরূপ:- উত্তরে: ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা; **দক্ষিণে:** প্লট নং ১৮৮৫, ১৪৫৮; **পূর্বে:** প্লট নং ১৮৬১, ১৮৮০, ১৮৮৩; **পশ্চিমে:** প্লট নং ১৮৭৭, ১৮৭৮।

তারিখ: ৩১.০৭.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মিড ডে মিলে গরমিল

মালদায় প্রধান শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করল শিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি প্রাথমিক স্কুলের মিড ডে মিলের গরমিল সহ পঠন-পাঠন ব্যবস্থায় পরিচালনায় একাধিক অনিয়মের অভিযোগে প্রধান শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করল শিক্ষা দপ্তর। গত বৃহস্পতিবারের এই বরখাস্তের চিঠি ওই শিক্ষিকার কাছে পৌঁছে দিয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর। শুক্রবার বিষয়টি জানাজানি হতেই ইংরেজবাজার শহরের ওই স্কুল চত্বরেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। যদিও সংশ্লিষ্ট স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা দীর্ঘদিনের ওই প্রধান শিক্ষিকাকে নিয়ে বিস্তার অভিযোগ করে আসছিলেন। পাশাপাশি স্কুল পরিচালনা, পঠন-পাঠন ব্যবস্থায় রীতিমত ব্যর্থ বলেও একাংশ শিক্ষিকাও শিক্ষা দপ্তরের অভিযোগ করে জানিয়েছিলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতেই একটি কমিটি গঠন করেই তদন্ত করে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর। এরপরই সমস্ত কিছু অভিযোগের ভিত্তিতেই মূলত মিড ডে মিলের গড়মিলের অভিযোগ তুলেই ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে বরখাস্ত

করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পিরোজপুর এলাকায় মালদা গার্লস জুনিয়র বেসিক সরকারি প্রাথমিক স্কুলে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে এই বিদ্যালয় প্রায় ২০০ জন ছাত্রী রয়েছে। এই স্কুলের কয়েক মাস ধরেই প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার বিস্তর অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছিলেন পড়ুয়াদের একাংশ অভিভাবকেরা। পাশাপাশি ওই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষিকাও স্কুলের পঠন-পাঠন সহ অন্যান্য ব্যবস্থার অনিয়মের অভিযোগ তুলেছিলেন। আর তারপরেই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধেই তদন্ত শুরু করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি মিড-ডে মিলে গড়মিলের অভিযোগে স্কুলে ছুটে এসেছিলেন অভিভাবকেরা। স্কুলের একাংশ শিক্ষিকারাও একই অভিযোগে প্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে উঠে আসে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ।

কয়েকজন পড়ুয়ার অভিভাবকদের অভিযোগ করেছেন, দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলের মিড ডে মিলে ব্যাপক কারচুপি চলে আসছিল। নিয়মিত প্রধান শিক্ষিকা স্কুলে আসতেন না। এছাড়াও স্কুলের পঠন-পাঠন ব্যবস্থাতেও নানান সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে এই স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে ওই প্রধান শিক্ষিকার দুর্ব্যবহারের অভিভাবক থেকে অনেকেই মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল।

মালদা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান তথা ডিআই মলয় মণ্ডল জানিয়েছেন, বিভিন্ন স্তরের থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরেই একটি কমিটি গঠন করেই ওই স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা ও মিড ডে মিলের বিষয়ে তদারকি করে দেখা হয়। সেখানে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধেই মূলত মিড ডে মিলের পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়ে। এছাড়াও স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রেও অনেক অসংগতি মিলেছে। সমস্ত দিক বিচার করে আপাতত প্রধান শিক্ষিকাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে।

যদিও সংশ্লিষ্ট ওই প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বুলু সরকার প্রামানিকের সঙ্গে কোনোভাবেই যোগাযোগ করা যায় নি । তার বাড়ির লোকেরা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন।

মগরায় মাটির বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু বাবা-মেয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরা: মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হুগলির মগরার গজঘণ্টা মালিক পাড়ায়। মাটির বাড়ির দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে মৃত্যু হল বাবা-মেয়ের। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম গৌড় মালিক (৫৬) এবং মাম মালিক (১২)। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গৌড় পেশায় সবজি বিক্রেতা। মেয়ে মামকে নিয়ে মাটির বাড়িতেই থাকতেন তিনি। এক ছেলে প্রসেনজিৎ মালিক কর্ম সূত্রে বাইরে থাকেন। মাঝেমধ্যে বাড়িতে আসেন। বৃহস্পতিবার রাত ২টো নাগাদ বিকট শব্দ শুনতে পান এলাকার বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে তাঁরা দেখেন স্থানীয় বাসিন্দা গৌর মালিকের মাটির বাড়িটির একাংশ ভেঙে পড়েছে। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই চাপা পড়েছেন গৌড় এবং তাঁর কিশোরী মেয়ে। জানা গিয়েছে, মগরা দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গৌড়ের নাম আবাস যোজনার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু, প্রকল্পের পুরো টাকা পাননি গৌড়। ফলে পাকা বাড়ির কাজ শেষ হয়নি। তাই মাটির বাড়িতেই মেয়েকে নিয়ে থাকতেন তিনি।

নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদপ্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আগামী ৫ অগস্ট নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ প্রার্থী নির্বাচন। এই কথা মাথায় রেখেই প্রার্থী পদ ঘোষণা করল ভারতীয় জনতা পার্টি। শুক্রবার কৃষ্ণনগর বিজেপির দলীয় কার্যালয় সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষ্ণনগর উত্তর ও দক্ষিণের জেলা সভাপতিদের পাশে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন সাংসদ জগন্নাথ সরকার। নদিয়া জেলা পরিষদে ওবিসি সংরক্ষণ সভাধিপতি পদপ্রার্থী প্রণতি বিশ্বাসের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। তৃণমূলের আমলে নদিয়া জেলা পরিষদে বিস্তার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিল তৃণমূলেরই একাংশ। একমাত্র বিজেপি পারে স্বচ্ছভাবে জেলা পরিষদ চালাতে আর তাই হাতে গোনা মাত্র ৬ জন সদস্য নিয়ে ৫২ আসন বিশিষ্ট জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদ প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করল বিজেপি। যদিও এ বিষয়ে সাংসদ জগন্নাথ সরকার জানান, নদিয়া জেলা পরিষদে বিগত তৃণমূল বোর্ড ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যদি সঠিকভাবে নির্বাচন হতো তাহলে এই জেলা পরিষদ তৃণমূল কংগ্রেস পেত না। প্রথম থেকেই তারা ছিল অস্বচ্ছ। রাজ্যজুড়ে পালাবদলের পরেও তারা বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। নিজেদের মধ্যেই

অশান্তির জেরে ভোট ভেঙে দিয়েছিল। তাই তৃণমূল ভেঙে তৃণমূল আবার সভাধিপতির দায়িত্ব নেবে সেটা কি করে সম্ভব? তাই একমাত্র স্বচ্ছ প্রশাসন দিতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি সেই কারণেই বিজেপির পক্ষ থেকে নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হল প্রণতি বিশ্বাসের নাম। যারা স্বচ্ছ প্রশাসন চায় তারা প্রত্যেকেই বিজেপিকে সমর্থন করবে এই আশা রাখি।

মালগাড়ির ইঞ্জিন বেলাইন হয়ে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার সকালে মালগাড়ির ইঞ্জিন বেলাইন হয়ে গিয়ে বিপত্তি ভদ্রেশ্বরে। জানা গিয়েছে, হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন দিয়ে ট্রেনটি ব্যান্ডেলের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ে ভদ্রেশ্বরের কাছে সকাল ৮টা ১৫ নাগাদ মালগাড়ির ইঞ্জিনটি বেলাইন হয়ে যায়। ঘটনায় ব্যাহত হয়েছে ট্রেন চলাচল।

শেওড়াফুলির জিআরপি সূত্রে খবর, একটি মালগাড়ি শুক্রবার সকালে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ে সকাল ৮টা ১৫ নাগাদ মালগাড়িটির ইঞ্জিন বেলাইন হয়ে যায়। এর ফলে, আপ ও রিভার্স লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। এই দুর্ঘটনার কারণে বেশ কিছু ট্রেন দেরিতে চলে। সকালে ব্যস্ত সময়ে এই দুর্ঘটনায় ভোগান্তিতে যাত্রীরা।

বসিরহাট কলেজে মাওবাদী পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট কলেজে পড়ল মাওবাদী পোস্টার। পোস্টার ঘিরে ছড়ালো চাঞ্চল্য।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট কলেজ ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময় প্রতিষ্ঠিতই কলেজ। সেই সময় থেকে যুক্তফ্রন্ট ছাত্র পরিষদ এসএফআই টিএমসিপি সংসদ দখলে ছিল। সরকার পরিবর্তন হতেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দখলে থাকা কলেজে চত্বর এবিভিপি ফেস্টুন ব্যানার ছেয়ে গেছে। সম্প্রতি তিন যুগ পরে টিচার কাউন্সিল নির্বাচন হয়েছে। সেখানে রাজকুমার দাস বসিরহাট কলেজের সম্পাদক নির্বাচন হয়েছেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিষ্ঠিত বসিরহাট কলেজ বহু ইতিহাস সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে। ২০২৬-এ সরকার পরিবর্তন হতেই বসিরহাট কলেজ জুড়ে এবিভিপি অর্থাৎ অখিল ভারতীয় বিদ্যা পরিষদ বসিরহাট কলেজ চত্বরে তাদের পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে। বসিরহাট কলেজের এবিভিপি সভাপতি অঙ্কিত নাথ বলেন, 'এই কলেজের একজন অধ্যাপক তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশ্যে বলেছেন তিনি একজন ইংরেজদের দালাল। এরাই রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ক্যাম্পাসে জিহাদীদের স্লোগান দেয় দেশ বিরোধীদের কথা বলে। এ আজাদী ঝুটা হে স্লোগান দেয়। আজকে আমরা পোস্টার মেরেছি। বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারে লেখা মাওবাদীদের এখানে স্থান নেই, জিহাদীদের এখানে জায়গা নেই। দেশ বিরোধীদের কালো হাত ভেঙ্গে দাও, গুড়িয়ে দাও। অন্যদিকে অধ্যাপক দীপঙ্কর সরকার বলেন, সরকার পরিবর্তন হয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ, মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত কলেজ এখানে কোন দেশবিরোধী মাওবাদী কার্যকলাপ চলবে না। এর পরিবর্তন হওয়া উচিত। পাশাপাশি অন্যদিকে বসিরহাট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল দীনবন্ধু বরাট বলেন যে এখানে কলেজ চত্বরে কারা মাওবাদী পোস্টার মেরেছে, আমি জানিনা। কোন নাম লেখা নেই। জানতে পারলে আমরা এফআইআর করতাম। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরনের পোস্টার না মারাই ভালো।

SBI এসবিআই এইচএলসি কালীঘাট (৬৫১৭৬)
অবনী হাইটস, ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
ই-মেইল- sbi.65176@sbi.co.in

পরিশিষ্ট ৪ [বিধি ৮(১)] **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

হোম লোন এ/সি নং : ৪২১৯৫৭৪৩৮২৫ ইনস্টা হোম টপ-আপ : ৪৩৪৫২০৯৯০৩৯

যেহেতু সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৫.০৫.২০২৬ তারিখে** একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন। উক্ত নোটিশে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সৃজন কুমার বিশ্বাস পিতা অঞ্জন কুমার বিশ্বাস এবং শ্রীমতী রূপা বর্ধন বিশ্বাস স্বামী - শ্রী সৃজন কুমার বিশ্বাস, ঠিকানা ওয়ার্ড নম্বর ৯২, প্রেমিসেস নং ২৯ ডঃ নগেন ঘোষ লেন, পোঃ- ঢাকুরিয়া, থানা- কসবা, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৩১ এবং ২৪/১ ডঃ নগেন ঘোষ লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৩১; এবং ডিপিএস রুবি পার্ক, ২৫৪ শান্তি পল্লী আর.বি. কানেক্টর, কলকাতা-৭০০১০৭; এবং ন্যাশনাল হাই স্কুল, ৪২/১ হাজরা রোড, কলকাতা-৭০০০১৯**-কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ, অর্থাৎ **২৪.০৫.২০২৬** তারিখ পর্যন্ত **৩৭,৫৭,৮১৩.০০ টাকা** (সাঁয়ত্রিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশত তেরো টাকা) এবং উক্ত তারিখ থেকে পরবর্তী সুদের টাকা নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতারা এই অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ এবং ৯-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩০ জুলাই ২০২৬** তারিখে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** করেছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতারা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি হস্তান্তর বা এর সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করার জন্য। এই সম্পত্তির সাথে করা যেকোনো লেনদেন **২৪.০৫.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ৩৭,৫৭,৮১৩.০০ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার আটশত তেরো টাকা)**, উক্ত তারিখ থেকে অনাদায়ী সুদ এবং পরবর্তী সুদ, খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচসহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর পাওনার অধীনে বাধ্য থাকবে।
সুরক্ষিত সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমার বিষয়ে আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উক্ত ৩য় তল ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক **৮০০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা কিচেন, ২ টয়লেট, ১ বারান্দা, মোজাইক মেঝে এবং লিফট সুবিধা ব্যতীত, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯২ অধীন, প্রেমিসেস নং ২৯, ডা. নগেন ঘোষ লেন, পো ঢাকুরিয়া, থানা : কসবা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৩১, সকল অধিকার সহ। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত মোট জমি পরিমাপ আনুমানিক **২ কাঠা ৭ ছটাক** এবং তদস্থিত তিন তলা ভবন অবস্থিত মৌজা-ঢাকুরিয়া, তৌজি নং ২৩০/২৩৩, জেএল নং ১৮, আরএস দাগ নং ৫, আরএস দাগ নং ৪০০ , আরএস খতিয়ান নং ৬২৭, প্রেমিসেস নং ২৯, ডা.নগেন ঘোষ লেন, পো ঢাকুরিয়া, থানা : কসবা, কলকাতা- ৭০০০৩১, বরো নং ১০, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন ওয়ার্ড নং ৯২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অ্যাসেসি নং ২১০৯২১০০০৫৭১।
স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৬০১-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৯২৩৮ থেকে ৬৯২৫৯, **দলিল নং ১৬০১০১৯৬২ -২০২৩ সালের।**
সম্পত্তি শ্রী সৃজন কুমার বিশ্বাস, পিতা অঞ্জন কুমার বিশ্বাস এবং শ্রীমতি রূপা বর্ধন বিশ্বাস স্বামী শ্রী সৃজন কুমার বিশ্বাস।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ২৮ , ডা. নগেন ঘোষ লেন। **দক্ষিণে :** ডা. নগেন ঘোষ লেন। **পূর্বে :** ২৮/২, ডা. নগেন ঘোষ লেন। **পশ্চিমে :** অংশত ৩০ এবং ৩২, ডা. নগেন ঘোষ লেন।

তারিখ : ৩০.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, পিন-৭০০০১৭, মোবাইল নং ৭৯৮০৯২০২৫৩ এবং ৭৯৮০৩৫১৫২১
ওয়েবসাইট:- www.idbibank.in, সিআইএন: L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, নীচে অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদেরকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া এবং তদুপরি প্রযোজ্য আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ পরিশোধ করার আহ্বান জানান।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীরা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্ন স্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে উল্লেখিত তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি প্রযোজ্য আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ মুক্ত করার প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের (২০০২) সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ আইনি উত্তরাধিকারীর নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	**আয়ুষ সারাওগী (ঋণগ্রহীতা) এবং কমল সারাওগী (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **লোন অ্যাকাউন্ট নং ০১৮৪৬৭৫১০০০২৩৮১৬ ০১৮৪৬৭৫১০০০২৩৭৩৭ ০১৮৪৬৭৫১০০০২৩৭৬৪**	**১) ১১-০৫-২০২৬ ২) ২৮.০৭.২০২৬ ৩) ৭,৩২,০৩,৪৫৫.০০ টাকা** (সাত কোটি বত্রিশ লক্ষ তিন হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) যা ১০-০৪-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (০৯-০৪-২০২৬ পর্যন্ত গণনা করা সুদ সহ) এবং ১০-০৪-২০২৬ তারিখ থেকে তদুপরি প্রযোজ্য আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ।	**দলিল নং: I-৭৭৬৫/২৪ তারিখ ৩০-০৮-২০২৪** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সেমি কমার্শিয়াল স্পেস, যার নং ৪০৫, চতুর্থ ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কমবেশি ১০,০০০ (দশ হাজার) বর্গফুট, "মিলেনিয়াম মার্কেট" নামক ভবনের অন্তর্ভুক্ত যা কমবেশি ৯২ ডেসিমেল (৫৫.৬৬ কাঠার সমতুল্য) সংলগ্ন জমির উপর অবস্থিত এবং নির্মিত, যা আর.এস. দাগ নং ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৯৯, সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ২১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ১২৫১৬-তে নথিবদ্ধ, মৌজা বাঁকড়া, জে.এল. নং ৫৫, বাঁকড়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, থানা ডোমজুড়, পিন ৭১১৪০৩, জেলা - হাওড়া-তে অবস্থিত, যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: বাঁকড়া মৌজার আর.এস. দাগ নং ১৭৭ এবং ১৯৯ দ্বারা; দক্ষিণে: পঞ্চায়েত রাস্তা এবং বাঁকড়া মৌজার আর.এস. দাগ নং ১৭৪, ১৮১ এবং ১৮২ এর অংশ দ্বারা; পূর্বে: বাঁকড়া মৌজার আর.এস. দাগ নং ১৯৪ এবং ১৯৫ দ্বারা; পশ্চিমে: বাঁকড়া মৌজার আর.এস. দাগ নং ১৭৩, ১৭৪ এবং ১৭৫ দ্বারা, উক্ত সম্পত্তিতে থাকা জমির আনুপাতিক, অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য অংশ সহ, উক্ত ভবনের/উক্ত সম্পত্তির সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলিতে সাধারণ অধিকার সহ, উক্ত সেমি কমার্শিয়াল স্পেস এবং তার আনুষঙ্গিক সম্পত্তি এবং উক্ত সেমি কমার্শিয়াল স্পেসের উপকারী ব্যবহার এবং উপভোগের জন্য অন্যান্য সমস্ত অধিকার এবং সুবিধা সহ। **দলিল নং: I-৬৯৬৫/২৪ তারিখ ০৭-০৮-২০২৪** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ উক্ত কমার্শিয়াল স্পেস, পরিমাপ প্রায় ৫১৬১.২৫ বর্গফুট, সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, (যা ভৌত পরিমাপ অনুযায়ী ৪০৯৩.২৬ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া), উক্ত ভবনের (লিফট সুবিধা সহ) সম্পূর্ণ প্রথম তলা জুড়ে, সাধারণ প্যাসেজ, সিঁড়ি, ড্রেন, পয়ঃনিষ্কাশন এবং সমস্ত সাধারণ সুবিধা সহ সাধারণ অধিকার এবং আগ্রহ এবং উক্ত প্রেমিসেসের মোট জমিতে অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ বা আগ্রহ সহ যা নীচে উল্লিখিত হয়েছে: সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল বাস্তু জমি, পরিমাপ প্রায় ১৩ ডেসিমেল, সামান্য কম বা বেশি, যা মৌজা: আড়াপাঁচ, জে.এল. নং ২৮, আর.এস. নং ১৬৯, তৌজি নং ১০৯, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১৪৭৬ এবং ২৯১৯ এর অধীনে যা পুরানো এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৯, ১২৩, ১৪০ এবং ৪০৭ এর সাথে সম্পর্কিত যা আর.এস. খতিয়ান নং ১৩০ এর সাথে সম্পর্কিত এল.আর. দাগ নং ১৩২ এ যা আর.এস. দাগ নং ১২৭ এর সাথে সম্পর্কিত, সোনারপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, থানা সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৫০-এ অবস্থিত, যার সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: ২০ ফুট চওড়া নারায়ণপুর রোড; দক্ষিণে: এল.আর. দাগ নং ১২৬ (প্রশান্ত ঘোষ); পশ্চিমে: অসিত কুমার ঘোষের সম্পত্তি।
২.	**দোলা চৌধুরী এবং মৃত ঋণগ্রহীতা প্রয়াত সারদা প্রসাদ চৌধুরীর আইনি উত্তরাধিকারীরা, (১) শ্রীমতি অরুণা চৌধুরী - মা এবং আইনি উত্তরাধিকারী, (২) শ্রী অনুরাগ চৌধুরী - ছেলে এবং আইনি উত্তরাধিকারী (৩) শ্রীমতি দোলা চৌধুরী - স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী,** **লোন অ্যাকাউন্ট নং ০৭০২৬৭৫১০০০০০৫৪১**	**১) ২৭-০৫-২০২৬ ২) ৩১-০৭-২০২৬ ৩) ৭,৪৪,৭৫৬.৬৯ টাকা** (সাত লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সাতশো ছাপ্পান্ন টাকা এবং উনসত্তর পয়সা মাত্র) যা ১০-০৩-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া (০৯-০৩-২০২৬ পর্যন্ত গণনা করা সুদ সহ) এবং ১০-০৩-২০২৬ তারিখ থেকে তদুপরি প্রযোজ্য আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ।	**দলিল নং: I-০৯২১৭/২০১৭** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট যার নম্বর ফ্ল্যাট নং ২বি, পরিমাপ প্রায় ৯০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ভিত্তিতে) ভবনের ২য় তলায় যা প্রায় ৬ কাঠা ২ ছটাক (স্কিম প্লট নং ৪০৩) পরিমাপের জমির উপর নির্মিত, যা সি.এস. দাগ নং ২৪৬৭ এর অংশ, তৎকালীন মৌজা কৃষ্ণপুর বর্তমানে শ্যামনগর, জে.এল. নং ১৭, লেক টাউন থানার অধীনে তৎকালীন জেলা ২৪-পরগনা বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা-তে, বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৯৯ (পূর্বে ৪৫২) হিসেবে পরিচিত এবং সংখ্যাযুক্ত, দম দম পার্ক, সাউথ দম দম মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ২৮-এর অধীনে অবস্থিত এবং সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা; দক্ষিণে: খাল দ্বারা; পূর্বে: প্লট নং ৪৩৪ দ্বারা; পশ্চিমে: প্লট নং ৪৩২ দ্বারা। উক্ত প্রাঙ্গণের জমিতে আনুপাতিক এবং অবিভাজ্য অংশ সহ, উক্ত ভবন/প্রাঙ্গণের সাধারণ এলাকা এবং সুবিধাগুলিতে সাধারণ অধিকার সহ, উক্ত ফ্ল্যাটের উপকারী ব্যবহার এবং উপভোগের জন্য অন্যান্য সমস্ত অধিকার এবং সুবিধা সহ এবং উক্ত ফ্ল্যাটটি দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং স্পেস, দুটি বাথ কাম ল্যাট্রিন, একটি রান্নাঘর এবং একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত।

তারিখ: ০১.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১,
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর সাথে পঠিতব্য, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিসমূহ, যার **ভৌত দখল** সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন, তা নিম্নোক্ত তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে"** এই ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৮.০৯.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকের জন্য অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এসিই গ্রাফিকস ট্রেড প্রা লি., শ্রী মুরাদ এস মাহমুদ (এমডি), ২, বেনিয়াপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০১৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **ফ্ল্যাট নং জি**, একতলায় পরিমাপ আনুমানিক **১১৭২.৫৬ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি একতলায় এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি এবং সকলের ব্যবহারের এলাকায় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত ভবনে **প্রেমিসেস নং ২, বেনিয়াপুকুর লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪ , থানা : বেনিয়াপুকুর** কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন **ওয়ার্ড নং ৬১**, সাব রেজিস্ট্রি অফিস **ডিএসআর -৩, আলিপুর,** দক্ষিণ ২৪ পরগনা উল্লেখ্য **দলিল নং ৩১৩২/২০০৮**। সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।	**৮৭,৪৪,৬৩৯ টাকা (সাতাশি লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ছশো উনচল্লিশ টাকা) ০৩.০৭.২০২৬ অনুযায়ী** (চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দত্ত পরিমাণ পরবর্তী) পর্যবেক্ষণের তারিখ ৩১.০৮.২০২৬	ক) ৫৬,৫৫,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৬৫,৫০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯৬৭৪৭৯১৩৩৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০১.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১) কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২তম তল, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১,
শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - স্মিতা মিত্র, ই-মেল আইডি - sbi.05171@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১০৩০৪

স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর সাথে পঠিতব্য, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা নিম্নোক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিসমূহ, যার **ভৌত দখল** সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন, তা নিম্নোক্ত তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যা কিছু আছে"** এই ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১৭.০৮.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকের জন্য অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : মেসার্স লতিকা সি ফুড প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা : গ্রাম : খাদালগোবরা, পো এবং থানা : দিঘা, জেলা : মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ -৭২১৪২৮। **আরও ঠিকানা :** পদ্মপুকুরিয়া, কাঁথি, ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ। **ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা : ১) শ্রী শুভাশিস সামন্ত,** পিতা প্রয়াত অমূল্য চরণ সামন্ত, **২) শ্রীমতি স্বরূপা সামন্ত,** স্বামী শ্রী শুভাশিস সামন্ত, **উভয়ের ঠিকানা :** নিবেদিতা কমপ্লেক্স, বিএল-বি৪, হাতাবাড়ি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪০১। আরও ঠিকানা : পদ্মপুকুরিয়া, কাঁথি, ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক ১০৮০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৪র্থতলে, বি-ব্লক, নির্মাণ স্পেসিফিকেশন এবং দ্রবাদি। ভবনের ডিজাইন আরসিসি কলাম ভিত্তি একতলা এবং তিনতলা বেসমেন্ট সহ - ৭০ বর্গফুট নং ২ চিহ্নিত পার্কিং স্পেস এরিয়া। সম্পত্তি অবস্থিত জেএল নং ৩৬৯, খতিয়ান নং ১৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১০৭৭, সাবেক প্লট নং ১৭১, মৌজা-হাতাবাড়ি, ওয়ার্ড নং ৯, এডিএসআর অফিস - কাঁথি-১, পরগনা- মাজনামুঠি, থানা : কাঁথি, কাঁথি পুরসভা অধীন, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, **দলিল নং ২১২৮/২০১১, সম্পত্তি শ্রী শুভাশিস সামন্ত এর নামে।** **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্বদখলীকৃত।**	৪,১৬,০০,০০০.০০ **টাকা (চার কোটি ষোলো লাখ টাকা) ২৭.০৪.২০২২ অনুযায়ী** (চুক্তি মোতাবেক হারে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দত্ত পরিমাণ পরবর্তী) **পর্যবেক্ষণের তারিখ ১০.০৮.২০২৬**	ক) ২২,৩৮,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৩,৮০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১০৩০৪ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০১.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল)
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭,
ফোন নং : ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮/০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১) **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
আইডিবিআই ব্যাংক লি. এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ধারা ১৩(১২) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য একটি দাবি-নোটিশ জারি করা হয়েছিল। যেহেতু তারা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, নিচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন বা হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে হবে; অন্যথায়, নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থের পাশাপাশি প্রযোজ্য সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, বিভিন্ন চার্জ ও খরচ এবং **আইডিবিআই ব্যাংক লি.** এর দাবির বিষয়টি উক্ত লেনদেনের ওপর কার্যকর থাকবে।
বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বা সম্পদ উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের দৃষ্টি উক্ত আইনের (২০০২) ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. প্রতীকী দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	**১. বিশ্বজিৎ রায়** (ঋণগ্রহীতা) **এবং সোমা রায়** (সহ ঋণগ্রহীতা)	**১. ১৩.০৫.২০২৬ ২. ৩০.০৭.২০২৬ ৩. ১৪,০৯,৮৪০.৩২ টাকা** (চোদ্দ লাখ নয় হাজার আটশ চল্লিশ টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) ১৩.১২.২০২৫ এবং ১১.০২.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি ১০, চতুর্থ তলে (দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০৩ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি ভবনে সাধারণভাবে জ্ঞাত দিগি গ্রান্ডা, হোল্ডিং নং ১১৪, কাজি নজরুল ইসলাম সরণি,থানা : নিমতা, কলকাতা- ৭০০০৪৯, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ২৫, উত্তর দম দম পুরসভা, সাধারণ অংশ , সুবিধা এবং পরিষেবা উপলব্ধ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ জমি প্রথম তপশিলে বর্ণিত মতো। **উক্ত ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : দক্ষিণে :** সাধারণ চলার ফত এবং বিরাটী হাউসিং। **উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং টি৯ এবং সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** ফ্ল্যাট নং টি১১। **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ। **প্রথম তপশিল :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ৫ কাঠা কমবেশি তদস্থিত বহুতল ভবন অবিস্থিত মৌজা- দক্ষিণ নিমতা, দাগ নং ৫০৫৪, খতিয়ান নং ৪০১, জেএল নং ৮, তৌজি নং -১৭২, হোল্ডিং নং ১১৪, কাজি নজরুল ইসলাম সরণি, থানা : নিমতা, কলকাতা- ৭০০০৪৯, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ২৫, উত্তর দম দম পুরসভা এবং সকল অধিকার ভোগ দকলের অধিকার সহ **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** বিনারী হাউসিং কমপ্লেক্স। **পূর্বে :** ক্লাব। **পশ্চিমে :** দাগ নং ৫০৫৪।
২	**১) অশোক কুমার শর্মা** (ঋণগ্রহীতা) **এবং স্বপ্না দাস** (সহ ঋণগ্রহীতা)	**১. ১১.০৫.২০২৬ ২. ৩০.০৭.২০২৬ ৩. ১২,০৩,০৫১.৮৬ টাকা** (বারো লাখ তিন হাজার একান্ন টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা) ১০.০৩.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, চতুর্থ তলে, ভবনের পরিচিত প্রাঞ্জল অ্যাপার্টমেন্ট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৯২ বর্গ ফুট অবিভক্ত অচিহ্নিত অংশ জমির অবস্থিত উত্তর ২৪ পরগনা, থানা : টিটাগড়, এডিএসআরও বারাকপুর, মৌজা চানক, জেএল নং ৪, আরএস নং ৩৯, তৌজি নং ২৯৯৮, আরএস দাগ নং ৭৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৬০৬, ওয়ার্ড নং ১২, হোল্ডিং নং ৬২(৩৯/বি), বি সি চ্যাটার্জি রোড, বারাকপুর পুরসভা অধীন, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ কাঠা তদস্থিত বহুতল ভবন নাম প্রাঞ্জল অ্যাপার্টমেন্ট, **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ধীরেন্দ্র নাথ দাস এর ভবন। **দক্ষিণে :** অরিজিৎ ঘোষের ভবন। **পূর্বে :** মালিনী চ্যাটার্জির ভবন। **পশ্চিমে :** ১৫ ফুট চওড়া বি সি চ্যাটার্জি রোড।
৩	**১) সন্দীপ সরকার** (ঋণগ্রহীতা) **এবং শ্রীমতি গোপা সরকার** (সহ ঋণগ্রহীতা) ২) **১৫২৬৬৭৫১০০০০৯০০৩**	**১. ২৩.০৪.২০২৬ ২. ২৯.০৭.২০২৬ ৩. ৪৩,৪৭,৪৭০.৪৮ টাকা** (তেতাল্লিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার চারশ সত্তর টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা) ২০.০২.২০২৬ অনুযায়ী বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এ, অবস্থিত দোতলায়, উত্তর পশ্চিম কোনে উক্ত এক সহ তিনতলবা ভবনে পরিচিত আরিয়ান গ্লোয়ারি, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২০০ বর্গফুট কমবেশি, তিন বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক লবি, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি, এক কিচেন, এক বারান্দা এবং এক খোলা কার পার্কিং স্পেস নং -২, একতলায় পরিমাপ এরিয়া ১৩৫ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ জমির এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত পুরসভা প্রেমিসেস নং -১৯৩১, চকগড়িয়া, কলকাতা-৭০০০৯৪, জোন ১ (চকগড়িয়া --অবশিষ্ট) ওয়ার্ড নং ১০৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : পূর্ব যাদবপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৪০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **দক্ষিণে :** জমি আর এস দাগ নং ১৭। **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। **পশ্চিমে :** জমি আরএস দাগ নং ১৭, দলিল নং - ০২২৯৫/২০১২, সম্পত্তি সন্দীপ সরকার এবং গোপা সরকারের নামে।

তারিখ : ২৯.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

পয়লা অগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্নাটক সফরে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার, পয়লা অগাস্ট অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক সফরে যাবেন। অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়নগরম জেলার ভোগাপুরামে ১৭,৯০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। ভোগাপুরামে 'আল্লুরি সীতারাম রাজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে'র উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ৫,৬৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত অত্যাধুনিক এই 'গ্রিনফিল্ড' বিমানবন্দরটি বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করবে এবং আঞ্চলিক উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। কর্ণাটকের মাইসুরুর শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে 'স্বামী বিবেকানন্দ কালচারাল ইয়ুথ সেন্টার' বা 'বিবেক স্মারক'-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ১৮৯২ সালের নভেম্বরে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মাইসুরু সফরের স্মৃতি বহন করছে এই 'বিবেক স্মারক'। মূল্যবোধ-ভিত্তিক শিক্ষা, নেতৃত্ব এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করবে 'বিবেক স্মারক'।

গুজরাতে ভারী বৃষ্টি, বেশ কয়েকটি জেলায় লাল সতর্কতা

আমদাবাদ, ৩১ জুলাই: গুজরাতে ফের ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের (আইএমডি) পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে ১০টার মধ্যে রাজ্যের ৮৭টি জায়গায় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে।

টানা বৃষ্টিতে ভাসছে রাজ্যের একাধিক জেলা, আর এরই মাঝে নবসারিতে ঘটেছে এক হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। নবসারি জেলার গণদেবী তহসিলের গণদেবা গ্রামের কাছে শ্রমিকবাহী একটি টেম্পো ছিঁড়ে যাওয়া বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে আসে। মুহূর্তে পুরো টেম্পোতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে ঘটনাস্থলেই তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুই শ্রমিক। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়উ তবে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সুরাটে পাঠানো হয়েছে। নিহতদের নাম-পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি পুলিশের তরফে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিআর পাটিল দুর্ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন উল্লেখ্য, এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা খেড়া জেলার ভাসোতেউ সকাল ৮টা থেকে ১০টা, মাত্র দু' ঘণ্টায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে এখানে। এছাড়া বালাসিনোরে এবং নাদিয়াদেও প্রবল বৃষ্টি হয়। সুরাত, ভদোদরা এবং ভারুচ শহরের প্রধান সড়কগুলো জলমগ্ন হয়ে পড়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সুরাত, সূর্যপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় হাঁটু সমান জল জমেছে। শহরের খাল ও অন্যান্য নিকাশির জলস্তর দ্রুত বাড়তে থাকায় বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। টানা বৃষ্টিতে ভদোদরা, ভারুচ, খেড়া জেলায় প্রবাহিত নদীগুলো কানায় কানায় পূর্ণ। এছাড়া, নর্মদা জেলার তিলকবাড়ায় প্লাবিত এলাকা থেকে এক যুবককে উদ্ধার করেছে এসডিআরএফ। রাজপিপলা-সিসোদরা সড়ক জলের তোড়ে ভেসে যাওয়ায় ওই রুটে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত সরকারি বিভাগকে যেকোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওড়িশার বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ বন্যাকবলিত

ভুবনেশ্বর, ৩১ জুলাই: ওড়িশায় বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক, নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় এবং নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহানদী অববাহিকার উজানে বৃষ্টিপাত কমে আসায় সেখানকার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হলেও, বৈতরণী নদী এবং এর শাখা-প্রশাখা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ৫৭টি ব্লকের প্রায় আট লক্ষ মানুষ বন্যা কবলিত, এদিকে প্রশাসন ত্রাণ, উদ্ধার ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের কাজ জোরদার করেছে।

ওড়িশায় বন্যা পরিস্থিতি এখনও সংকটপূর্ণ, যদিও মহানদী অববাহিকার উজানে বৃষ্টিপাত কমে আসায় সেখানকার পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। হীরাকুদ জলাধারের বারোটি স্লুইস গেট খোলা রাখা হয়েছে এবং জলাধারের জলস্তর আরও বাড়লে কর্তৃপক্ষ আরও বারোটি গেট খুলে দিতে পারে। প্রায় ২.৬৮ লক্ষ মানুষ এখনও বন্যার জলে আটকে পড়ে আছেন। জাজপুর জেলায় ব্রহ্মাণী, কানি ও নুয়া মাহারা নদীতে বাঁধ ভাঙার সাতটি ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে, এর ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, বিশেষ করে দশরথপুর ব্লকে।

পাকিস্তানে কয়লাখনিতে বিস্ফোরণে, মৃত অন্তত ৩২

ইসলামাবাদ, ৩১ জুলাই: দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের বালুচিস্তানে কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে অন্তত ৩২ জন খনিশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও আরও ১০ জন আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারকারীরা তাঁদের কাছে পৌঁছনোর জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছেন। সরকারি খনি পরিদর্শক গনি বালোচ জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার বালুচিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটার উপকণ্ঠে বিস্ফোরণ হয়। সম্ভবত মিথেন গ্যাসের জন্য এই বিস্ফোরণটি হয়।

বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা পর সাতজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং পরবর্তীতে উদ্ধারকারী দল আরও ২৫ জনের মৃতদেহ খুঁজে পান। অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং উদ্ধারকারী দল খনির ভিতরে আটকে পড়া বাকি খনিশ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বালুচিস্তানের খনি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রী শোয়েব নোশেরওয়ানি বলেছেন, উদ্ধারকারী দল অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করছে।

অঙ্কিত শর্মা খুনে তাহির হুসেন-সহ পাঁচ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই: উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে ২০২০ সালের হিংসার ঘটনায় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো অফিসার অঙ্কিত শর্মা খুনের মামলায় বড় রায় দিল দিল্লির আদালত। আম আদমি পার্টি-র প্রাক্তন কাউন্সিলর তাহির হুসেন-সহ পাঁচ দোষীকে যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একইসঙ্গে প্রত্যেককে জরিমানাও করা হয়েছে। দিল্লির কারকারদুমা আদালত গত ১৪ জুলাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো, দাঙ্গায় অংশ নেওয়া, হামলা এবং খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছিল আম আদমি পার্টির এই প্রাক্তন কাউন্সিলার-সহ পাঁচ জনকে। শুক্রবার সাজা ঘোষণা করা হল।

দিল্লির কারকারদুমা আদালতের অতিরিক্ত সেশনস জজ প্রবীণ সিং রায়ে বলেন, এটি অত্যন্ত নৃশংস অপরাধ। যদিও প্রসিকিউশন এই ঘটনাকে 'বিরলের মধ্যে বিরল' বলে মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানিয়েছিল, আদালত সেই আবেদন খারিজ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।

ময়দান

আফ্রিকার বুকে ক্রিকেটের মহাযজ্ঞ

সামনে এল ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১২ স্টেডিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৭ সালের আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপকে ঘিরে প্রস্তুতি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। আসন্ন এই মেগা টুর্নামেন্টের ভেন্যুর তালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি। প্রায় ২৪ বছর পর আবারও আফ্রিকার মাটিতে বসতে চলেছে ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই আসর। এবার যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে এবং নামিবিয়া। তিন দেশের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে ২০২৭ সালের ৪ অক্টোবর এবং ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২১ নভেম্বর।

মোট ৫৪টি ম্যাচ নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ৪১টি ম্যাচ হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। জিম্বাবোয়ে আয়োজন করবে ৮ থেকে ১০টি ম্যাচ, আর নামিবিয়ার ভাগে থাকবে তিনটি ম্যাচ। যদিও সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ নকআউট পর্বের ভেন্যু এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। বিশ্বকাপের জন্য মোট ১২টি স্টেডিয়াম চূড়ান্ত করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার আটটি ভেন্যুর মধ্যে রয়েছে জোহানেসবার্গের ঐতিহ্যবাহী ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়াম, সেঞ্চুরিয়ন, কেপ টাউন, ডারবান, কেবেরহা, ব্লোমফন্টেন, পার্লের বোল্যান্ড পার্ক এবং ইস্ট লন্ডনের বাফেলো পার্ক। জিম্বাবোয়ের তিনটি ভেন্যু হলো হারারে স্পোর্টস ক্লাব, বুলাওয়ে এবং ফালে মোসি-ও-তুনিয়া।

ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে ফুটবলারদের জেরা আইএফএ-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফুটবলে আবারও ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ। কলকাতা লিগে উয়াড়ী অ্যাথলেটিক ক্লাব ও ক্যালকাটা পুলিশ ম্যাচ ঘিরে গড়াপেটার সন্দেহ। সেই ম্যাচে ফিক্সিংয়ের সন্দেহে নিজেদের ফুটবলারদের বিরুদ্ধেই আইএফএ -কে চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল উয়াড়ী অ্যাথলেটিক ক্লাব। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ১-১ ড্রয়ের পর, ক্যালকাটা পুলিশের বিরুদ্ধে ম্যাচে ১-৩ গোলে হারে উয়াড়ী। সেই ম্যাচ নিয়ে সন্দেহ জাগে উয়াড়ী কর্তাদের। সেই ভিত্তিতেই শুক্রবার ফুটবলারদের ডেকে পাঠিয়েছে আইএফএ। সুরজিৎ দে আইএফএ -এর ইন্টিগ্রিটি অফিসার ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে ফুটবলারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ক্যালকাটা পুলিশের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে ও রিজার্ভ বেঞ্চে থাকা ফুটবলার সহ কোচ ও কর্মকর্তাদের ডেকে পাঠানো হয়।

গত বেশ কয়েক মরশুম ধরে কলকাতা ফুটবলে ম্যাচ গড়াপেটা নিয়ে বিতর্ক চলছেই। এমনকি গড়াপেটার অভিযোগে গ্রেফতারও হয়েছে কয়েকজন অভিযুক্ত। এর আগেও নাম জড়িয়েছিল উয়াড়ীর অ্যাথলেটিক ক্লাবের। এই মরশুমের শুরু থেকেই আইএফএ ক্লাবগুলিকে সতর্ক করেছিল যে, সামান্যতম সন্দেহ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আইএফএ -কে জানাতে। সেই মতোই উয়াড়ী কর্তারা আইএফএ -কে ইমেইল মারফত জানিয়েছিল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan
Memo No. : P-97/SBSTC/2026-27
Date : 31.07.2026
Short Notice Inviting Tender
Bids are invited through e-tendering process by South Bengal State Transport Corporation for PURCHASE of **1)** TREAD RUBBER AND OTHER RELATED ITEMS (as 2nd Call), **2)** FRONT WINDSHIELD SAFETY & FLAT SAFETY GLASS for bus body renovation job. For details visit **http://wbtenders.gov.in**. Last date of online bid submission is 24.08.2026 and 17.08.2026 respectively up to 14.00 Hrs.
Sd/- Managing Director, South Bengal State Transport Corporation

NOTICE
Notice Inviting Tender No. 02 of 2026-2027 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. [www.wbpwd.gov.in]. Last date & Time limit of submission of application is **11.08.2026 upto 12:00-O-Noon.** **Memo No. 586, Dated: 31.07.2026** of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
Sd/- Assistant Engineer
Lalbag Sub Division, P.W.Dte.

NOTICE
Executive Engineer, Berhampore Division-I, P.W.Dte invites offline short Notice Inviting Quotation No.-13 of 2026-2027 for Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 2 (Two) locations of Suti Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division -I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents is **01/08/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents is **01/08/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope is **01/08/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **01/08/2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এমসি-৬০-আইএমএস-পিকেআর-২০২৬, তারিখ ২৯.০৭.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম ভবন, হাওড়া-৭১১১০১, নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম:** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের অন্তর্গত পাকুড় ডিপোর জন্য আইএসও ৯০০১:২০১৫, আইএসও ১৪০০১:২০১৫, আইএসও ৪৫০০১:২০১৮, আইএসও ৫০০০১:২০২৮ ও ৫এস সার্টিফিকেশন ভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট প্রণালী। **টেন্ডার মূল্য :** ১,১৩,৭২৪.২৮ টাকা। **বায়নামূল্য জমা করতে হবে :** ২,৩০০ টাকা। **চুক্তি মেয়াদ:** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ৩৬ মাস। **অনলাইনে টেন্ডার জমার জন্য ওয়েবসাইট বিবরণ :** www.ireps.gov.in **বিড বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২০.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো।
(HWH-246/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Digha Sankarpur Development Authority
New Digha :: Purba Medinipur :: Phone: (03220) 299-901
Tender Notice
NIT No. 010/DSDA/2026-2027 Dt.: 31.07.2026
Online Tender is invited from experienced Firms/Agencies for SITC of Drinking Water System at various schools under jurisdiction of DSDA.
Last date of online submission 14.08.2026 upto 3.00 P.M
For details: www.dsda.org.in or www.wbtenders.gov.in or www.udma.wb.gov.in

E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender
Reference No: **MEMO No. 164/KDGP/2026-27 DATED: 31.07.2026**
1. **01/KDGP/15th FC (Tied)/2026-2027 DATED: 31.07.26**
Last date for the online Bid Submission of Tender is: 07/08/2026 at 4:30 P.M. And open on 10/08/26 at 2.00 P.M Detail will be available at the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Kanpur Dhanberia Gram Panchayat
Diamond Harbour-I , South 24 Pgs.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন নোটিস নং: সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ, তারিখ: ৩০.০৭.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা–৭০০০১৪, শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন অ্যাসেটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান করার জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ নিম্নরূপঃ (ক) **ই-অকশন ক্যাটালগ নং: এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০২। অকশন শুরু:** ০৬.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.০০টা। **ক্রমিক নং; এসইকিউ. নং; লট নং/ক্যাটাগরি** অ্যান্ড বিবরণ নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-১৩০৯১৫-২-২৬-১** (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টেরিয়র ও এক্সটেরিয়র) ও ১৩১১৩/১৪ [কলকাতা-লালগোলা হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস]-এর ০১টি রেকের কোচের এক্সটেরিয়র (ফুল বডি) এবং কোচের ভিতরের নির্ধারিত স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিং (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম)-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। ২; এএ/২; **এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-১৩১১৪৪-৪-২৬-২** (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টেরিয়র ও এক্সটেরিয়র) ও ১৩১১৭/১৮ [কলকাতা-লালগোলা ধন ধান্যে এক্সপ্রেস]-এর ০১টি রেকের কোচের এক্সটেরিয়র (ফুল বডি) এবং কোচের ভিতরের নির্ধারিত স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিং (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম)-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। ৩; এবি/১; **এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসএন-৭৮-২৬-১** [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইস (নন ডিজিটাল)] শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের প্রফুল্ল দ্বার-এর পিলার এবং ক্যান্টিলিভার বিমের নির্ধারিত স্থানে স্ট্যাটিক ব্যাকলিট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বোর্ড-এর মাধ্যমে এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। **চুক্তির মেয়াদ:** ০৩ (তিন) বছর (ক্রমিক সংখ্যা ১-৩ -এর জন্য)।
(খ) **ই-অকশন ক্যাটালগ নং: এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০৩। অকশন শুরু:** ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.০০টা। **এসইকিউ. নং:** এএ/১। **লট নং/ক্যাটাগরি:** এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসএন-৭১-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইস (নন ডিজিটাল)]। **বিবরণ:** শিয়ালদহ স্টেশনের জোন-এ (নর্থ ও মেইন কনকোর্স)-এর স্টেশন চত্বরের ভিতরে নির্ধারিত স্থানে বাণিজ্যিক স্ট্যাটিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। **কন্ট্র্যাক্ট পিরিয়ড:** ০৩ (তিন) বছর।
(গ) **ই-অকশন ক্যাটালগ নং: এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০৪। অকশন শুরু:** ১২.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.০০টা। **এসইকিউ. নং:** এএ/১। **লট নং/ক্যাটাগরি:** এডিভিটি-এসডিএএইচ-আরএইচএ-ওএসএন-৩৯-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইস (নন ডিজিটাল)]। **বিবরণ:** শিয়ালদহ ডিভিশনের ক্লাস্টার-VII (অধিক্ষেত্র: হালিশহর থেকে রানাঘাট, রানাঘাট থেকে শান্তিপুর, রানাঘাট থেকে গেদে, কল্যাণী শিল্পাঞ্চল থেকে কল্যাণী সীমান্ত) স্টেশনগুলির স্টেশনের অভ্যন্তরীণ চত্বরে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। **কন্ট্র্যাক্ট পিরিয়ড:** ০৩ (তিন) বছর।বিস্তারিত তথ্যের জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
(SDAH-158/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি, লিলুয়ায় চুক্তিভিত্তিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নিয়োগ
লিলুয়া 'ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ' পূর্ব রেলওয়ের হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারির জন্য সেন্ট্রাল স্টাফ বেনিফিট ফান্ডের (সিএসবিএফ) তত্ত্বাবধানে এক (০১) জন আংশিক সময়ের চুক্তিভিত্তিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (কনসালটেন্ট) নিয়োগ করতে যোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী চিকিৎসকদের নির্ধারিত ফর্মটি নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী পূরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
নিয়োগের বিবরণ : পদের নাম : আংশিক সময়ের চুক্তিভিত্তিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (কনসালটেন্ট)। **পদের সংখ্যা : ০১ (এক)। কাজের সময় :** সপ্তাহে ৫ দিন, ৪ ঘণ্টা করে। **যোগ্যতা :** (১) হোমিওপ্যাথিক সেন্ট্রাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৩-এর অধীনে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা স্ট্যাটুটরি বোর্ড/কাউন্সিল থেকে হোমিওপ্যাথিতে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকতে হবে। ডিপ্লোমাধারীদের ক্ষেত্রে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। (২) সেন্ট্রাল রেজিস্টার অফ হোমিওপ্যাথি অথবা স্টেট রেজিস্টার অফ হোমিওপ্যাথি-তে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। (ক) ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। স্নাতক ডিগ্রিধারীদের তুলনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। (খ) অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং সরকারি বা নামী বেসরকারী হাসপাতালে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদেরও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **চুক্তির মেয়াদ :** ১ বছর।
সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সহ সর্বতোভাবে পূরণ করা আবেদন এবং সকল প্রাসঙ্গিক শংসাপত্র/নথিপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সংযুক্ত করে গুগল ফর্ম **https://forms.gle/FrFeszW 19229gkvX6** বা কিউআর কোড স্ক্যান করার মাধ্যমে অথবা কাজের দিনগুলিতে ওয়েলফেয়ার সেকশন, ওয়ার্কশপ পার্সোনেল অফিসারের কার্যালয়, পার্সোনেল বিভাগ, পূর্ব রেলওয়ে, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, শিবনাথ ব্যানার্জি রোড, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ ঠিকানায় সরাসরি জমা করা যাবে।
আবেদন **১৪.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.৩০ মিনিটের মধ্যে** সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে পৌঁছতে হবে।
নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত অথবা যে কোন প্রকার অসম্পূর্ণ আবেদন সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট **http://www.er.indianrailways.gov.in** দেখুন।
চেয়ারম্যান, ডব্লুএসবিএফসি, লিলুয়া
পূর্ব রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIQ No. 10 of 2026-2027, Tender ID: 2026_WBPWD_5017638_1. Bid submission start date 03.08.2026. Bid submission end date 10.08.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T13944(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIQ No.11 of 2026-2027 Tender ID : 2026_WBPWD_5017670_1. Bid submission start date 03.08.2026. Bid submission end date 10.08.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T13987(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division – I, P.W.Dte invites online bids for Name of work : "SITC of Wall Fan at different rooms of Baghajatin S.G. Hospital, South 24 Parganas". Vide Tender ref. no.- WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-09/26-27 and Tender ID.:2026_WBPWD_5017644_1. Last date of document download and bid submission for the tender is 11.08.2026 up to 12.00 P.M. Detail information/ download/ upload will be available from the website: http://etender.gov.in and http://pwdwb.in Sd/-Assistant Engineer, South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T13951(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- "S.I.T.C of Wall Mounted Fan with allied E.I work at Various Departments of Dr. J. R. Dhar SD Hospital, Bongaon, North 24 Parganas." NIT No: 07/T of 26-27 3rd Call of AE/BESD Tender id: 2026_WBPWD_5017654_1. Bid Submission Start date (Online): 30.07.2026. Bid Submission Closing date (Online): 11.08.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- P Nandi. ASSISTANT ENGINEER, P.W.D BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.
ICA- T13954(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD/eNIT06/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5017655_1) Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division from the eligible contractors for the following works: Name of Work:- Repairing works of existing DSU Air-Conditioning Machines at O.T. & Septic O.T., situated at Ground Floor of Mother & Child Hub building, Canning SD Hospital, Canning in the district of South 24 Parganas. Bid submission start 03.08.2026 at 10.00AM. Bid Submission end: 08.08.2026 up to 12.00 PM. Bid opening Date: 10.08.2026 after 12.00 PM. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division.
ICA- T13955(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Annual Maintenance Estimate of the Electrical Installation of Moulali Yuba Kendra--Engagement of Lift operator cum attendent." Tender No: WBPWD/EE/10/IR/T/KCED/II of 2026-27(2nd call). Tender ID: 2026_WBPWD_50176409_1. Bid Submission end date 17.08.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA- T13949(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No: WBPWD/EE/13/IR/T/KCED/I of 2026-27, (Tender ID: 2026_WBPWD_5016017_1) Is hereby extended up to 02.00 P.M. on 06.08.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: http://www.pwdwb.in and e-Tender portal https://wbtenders.gov.in Sd/- B.Mandal Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA- T13947(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division – I, P.W.Dte invites online bids for Name of work : " Electrical Installation work at Emergency Room (Gr. Floor) i.c.w the Civil repair work of Baghajtin S.G. Hospital, Kolkata". Vide Tender ref. no.- WBPWD/AE/SKHESD-I/ NIT-04/26-27 and Tender ID.: 2026_WBPWD_5017652_1_1. Last date of document download and bid submission for the tender is 11.08.2026 up to 12.00 P.M. Detail information/ download/ upload will be available from the website: http://etender.gov.in and http://pwdwb.in Sd/-Assistant Engineer, South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T13952(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Bidhannagar West Sub-Division-II invites Online e-tender for 06 (Six) No. works related to Civil Works under Bidhannagar West Division, PWD. N.I.e.T. NO. 06/AE/BNWSD-II of 2026-2027. Bid submission start date (Online) : 30/07/2026. Bid submission closing date (Online) : 13/08/2026. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and documents may be downloaded from: **https://tenders.wb.gov.in** Tender Id no: 2026_WBPWD_5017682_1, 2026_WBPWD_5017682_2, 2026_WBPWD_5017682_3, 2026_WBPWD_5017682_4, 2026_WBPWD_5017682_5 & 2026_WBPWD_5017682_6. Sd/- Tapas Kumar Kundu, Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar West Sub-Division-II.
ICA- T13999(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
ID-2026_WBPWD_5017676_1/2/3/4/5
Sealed Bids are invited against NIeT No: WBPWD/AE/KMCHSD/NIT-03e/2026-27 for 5 (Five) numbers work. Bid submission start date is 04.08.2026 from 11:00 A.M. & Bid submission end date is 11.08.2026 upto 2:00 P.M. Details are available in **tenders.wb.gov.in** & **www.pwdwb.gov.in** as well as at the office of the Assistant Engineer, Kolkata Medical College Hospital Sub-Division, P.W.D, 33A Eden Hospital Road, Kolkata-700073. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D, Kolkata Medical College Hospital Sub-Division.
ICA- T14002(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIT No.: 13/WB of 2026–27 of The Assistant Engineer, Writers' Buildings Sub-Division, PWD. For **1.** Supply of Man power (Unskilled Labour) for cleaning and sweeping of Toilet Blocks at Ground Floor, 1st Floor, 2nd floor and 3rd floor of Block-C, D and V within the Writers Buildings compound during the year 2026-27 (for One Year). **2.** Daily Washing, Cleaning and Sweeping all public toilets at Bankshall Court Premises during the year 2026-27 (for 12 months only) are invited from bonafide bidders. Bid submission closing date (online) will be on 11.08.2026 at 16.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5017637_1/2. Other details may be seen from the web site: http://tenders.wb.gov.in & http://wbpwd.in Sd/-Assistant Engineer, PWD, Writers' Buildings Sub-Division.
ICA- T13945(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Please note Bid submission end date (online) is extended to 11.08.2026 up to 14:00 P.M. for the following job "Urgent change of Air Conditioning machine at Old PICU of Pediatric Surgery Department at CB building under NRSMC and Hospital, Kolkata vide e-tender no. WBPWD/EE-II/CKHED/eNIT-20/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5015840_1. Detail information/download/upload will be available from the website: 7, **http://wbtenders.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- Executive Engineer-II, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division.
ICA- T13985(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
AE/KMCESD/P.W. Dte. invite online tender for the work of "Emergent ducting work of Air Conditioning work at 7th floor Ward Area Return Air Diffuser at Super Speciality Block Building under Medical College, Kolkata." NIQ No.:- WBPWD/AE/KMCESD/NIQ-22/2026-27, Tender Id : 2026_WBPWD_5017646_1. Bid Submission Start Date : 05/08/2026. Bid Submission Closing Date : 11/08/2026 up to 01:00 P.M. Sd/- A. Bose/AE/KMCESD/PW Dte/Govt. of W.B.
ICA- T13990(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below : NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-33/2026-27; Tender ID : **2026_WBPWD_5017677_1**. Name of Work : Supply and delivery of different types of security cum peripheral lights for Honorable High Court at Kolkata. Bid Submission End Date: 10/08/2026 upto 15:00 hrs. Website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, P.W. Dte., High Court Elecl Sub-Divn.
ICA- T13991(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Ref No.: WBPWD/AE/BESD/eNIT06/2026-27
(Tender ID : 2026_WBPWD_5017679_1)
Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division from the eligible contractors for the following works : **Name of Work:- Replacement of burnt out cable at New Integrated Govt School, Canning, South 24 Parganas.** Bid submission start 03.08.2026 at 10:00 A.M. Bid Submission end : 08.08.2026 upto 12:00 P.M. Bid opening Date : 10.08.2026 after 12:00 P.M. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from **https://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division, Govt. of West Bengal.
ICA- T13993(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR TIME EXTENSION
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: " Installing of new office chambers for new officers of this Department---- Electrical installation work including Air-Conditioning system at Room no- 16 of new chambers for new officers at Women and Child Development & Social Welfare Department, 10th Floor, East Block, Bikash Bhawan, Salt Lake, Kolkata-91." Tender No: WBPWD/AE/BESD-II/e-NIQ-07/2026-27. e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5016645_1.

Bid proposal submission end date (Online)	Previous Time and Date	Time and Date after Extension
	30.07.2026 up to 1:00 PM	10.08.2026 up to 1:00 PM
Technical Bid Opening Date	03.08.2026 up to 1:30 PM	12.08.2026 up to 1:30 PM

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- P.Karmakar. Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Sub- Division-II.
ICA- T13962(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD CORRIGENDUM NOTICE
Superintending Engineer, P.W.D, Southern Electrical Circle invites online e-Tender for the work:- Construction of New Building (G+4) with foundation of (G+8) in the Court Premises of Bongaon in the District of North-24-Parganas - SITC of Lift. NIT No : WBPWD/SESEC/eNIT-05/26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5016620_1. Bid Submission Closing date (Online) : 06.08.2026. Instated of Bid Submission Closing date (Online) : 29/07/2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Senior Superintending Engineer, P.W.D, Southern Electrical Circle.
ICA- T13997(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

ইতিহাসের পাতায় এক চীনা কন্যা
গণিতবিশ্বের নতুন নক্ষত্র হং ওয়াং

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়। দক্ষিণ চীনের গুয়াংজি প্রদেশের গুইলিন শহরটি তার চোখজুড়ানো পাহাড় আর শান্ত নদীর জন্য বিখ্যাত। সেখানকারই এক বিকেলে, চার-পাঁচ বছরের এক ছোট্ট মেয়েকে দেখা গেল ঘরের মেঝেতে উবু হয়ে বসে থাকতে। সমবয়সী অন্য শিশুরা যখন পুতুল বা খেলনা গাড়ি নিয়ে মেতে আছে, এই চটপটে মেয়েটির পছন্দ ছিল একেবারেই অন্যরকম। সে তার বাবার পুরোনো খবরের কাগজ কুচিকুচি করে কেটে মেঝেতে নিখুঁত জ্যামিতিক নকশা তৈরি করছিল। কাগজের টুকরোগুলোকে এমনভাবে সাজাচ্ছিল, যেন তারা একে অপরের পরিপূরক। বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী করছ এটা?' মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'দেখো বাবা, এরা সবাই মিলে একটা চমৎকার পরিবার তৈরি করেছে, কেউ কাউকে ছেড়ে যাচ্ছে না।' কাগজের টুকরো দিয়ে মহাবিশ্বের জটিল মেলবন্ধন খোঁজা সেই ছোট্ট মেয়েটিই আজকের বিশ্ববিখ্যাত গণিতবিদ হং ওয়াং (ছদ্র:ত্ব ঢখ:ঠ্ব)। ২০২৬ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে যিনি জয় করেছেন গণিতের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার 'ফিল্ডস মেডেল'।আন্তর্জাতিক গাণিতিক ইউনিয়ন (জ্জঝড্ড) ২০২৬ সালের এই সম্মান অর্জনকারীদের যে নামের তালিকা ঘোষনা করছলেন সেখানেই ছিল তার নাম।

ইতিহাস সৃষ্টি করে প্রথম চীনা নারী হিসেবে এই গৌরব অর্জন করেছেন তিনি। একই সাথে ফিল্ডস মেডেল-এর নয় দশকের ইতিহাসে তিনি তৃতীয় নারী যিনি এই সম্মান অর্জন করলেন।

এর আগে যে দু'জন নারী গণিতের 'নোবেল' হিসেবে পরিচিত এই ফিল্ডস মেডেল সম্মান পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরানি গণিতবিদ মরিয়ম মির্জাখানি এবং কিয়েভে জন্মগ্রহণকারী সংখ্যাতত্ত্ববিদ মারিনা ভিয়াজোভস্কা। ইরানের গণিতবিদ মরিয়ম মির্জাখানি রিম্যান পৃষ্ঠতল এবং তাদের মডুলাস স্পেসের গতিবিদ্যা ও জ্যামিতির উপর তাঁর কাজের জন্য স্বীকৃতি পেয়ে ২০১৪ সালে ৩৭ বছর বয়সে এই পদক জিতে টানা ৫২ জন পুরুষ প্রাপকের ধারাটি ভেঙে দিয়েছিলেন। পরে, ২০২২ সালে কিয়েভে জন্মগ্রহণকারী সংখ্যাতত্ত্ববিদ মারিনা ভিয়াজোভস্কা ৪০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অমীমাংসিত একটি প্রশ্ন;আট মাত্রায় গোলকের সম্ভাব্য সবচেয়ে ঘন সন্নিবেশ E8 ল্যাটিস দ্বারা সম্ভব, এটি প্রমাণ করার জন্য ৩৭ বছর বয়সে, পুরস্কারটি লাভ করেন। সেই হিসেবে তৃতীয় নারী প্রাপক হিসেবে হং ওয়াং দু'বছর কম বয়সেই এই সম্মান অর্জন করলেন। ত্রিমাত্রিক কাকেয়া অনুমানের ঐতিহাসিক সমাধানের জন্যই তাকে গণিতের এই সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালের ফিল্ডস মেডেল মঞ্চে হং ওয়াং-এর সাথে আরও তিনজন অনন্য প্রতিভাবান যে তিনছন তরুণ গণিতবিদ এই মেডেল ভাগ করে নিয়েছেন তারা হলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা অধ্যাপক ইউ দেং, স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন গণিতবিদ জন পারডন ও টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের কানাডীয় বিজ্ঞানী জ্যাকব সিমারম্যান ।

হং ওয়াংয়ের জন্ম হয়েছিল ১৯৯১ সালে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের গুয়াংজি প্রদেশের বিশ্ববিখ্যাত গুইলিন শহরের পিংলে কাউন্টিতে। চীনা ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে;'গুইলিনের দৃশ্য বিশ্বের সেরা'। দক্ষিণ চীনের গুয়াংজি প্রদেশের গুইলিন শহরটি তার চোখজুড়ানো খাড়া পাহাড়, শান্ত নদী আর মিষ্টি 'ওসমানথাস' ফুলের গন্ধের জন্য বিখ্যাত। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে সাজানো সেই শহরেই কেটেছিল তাঁর শৈশব। তবে হংয়ের কাছে পাহাড়ের খাঁজ কিংবা নদীর বাঁকগুলো শুধু সৌন্দর্যের উৎস ছিল না, তিনি সেগুলোর মাঝেও এক অদৃশ্য জ্যামিতিক ছন্দ খুঁজে বেড়াতেন। ছোটবেলা থেকেই সংখ্যার প্রতি তাঁর এক অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল। স্কুলের শিক্ষকেরা প্রায়ই অবাক হয়ে দেখতেন, ক্লাসের সবচেয়ে কঠিন গণিতগুলো হং কত সহজে এবং ভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান করে ফেলছে। কোনো গাণিতিক ধাঁধা সামনে এলে তিনি খাওয়া-দাওয়া ভুলে যেতেন। তাঁর কাছে গণিত কোনো ভয়ের বিষয় ছিল না, বরং ছিল একটি রোমাঞ্চকর খেলা। তাঁর বাবা-মা দুজনেই স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। শিক্ষক দম্পতির সন্তান হওয়ায় ঘরে পড়াশোনা এবং নতুন কিছু জানার একটি চমৎকার পরিবেশ তিনি একদম ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিলেন। কোনো চরম আর্থিক অনটন বা পারিবারিক প্রতিকূলতা তাঁর শৈশবকে বাধাগ্রস্ত করেনি, বরং বাবা-মায়ের ছত্রছায়ায় ওয়াং অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। এই মানসিক শান্তি এবং ঘরের ভেতর শিক্ষার আবহ তাঁর ভেতরের সুপ্ত মেধাকে খুব দ্রুত বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল।

হংয়ের ছোটবেলার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর অদম্য কৌতূহল। কোনো কিছু 'কেন হলো' এবং 'কীভাবে হলো';তা না জানা পর্যন্ত তিনি থামতেন না। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই হং গ্রিক পুরাণ ও হ্যারি পটারের বইগুলো পড়ে ফেলেছিলেন, এবং বিভিন্ন পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীগুলোর সমাধান করতে শুরু করেছিলেন। সেই কারনে তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল দু'ক্লাস উঁচুতে। ওয়াং স্বাচ্ছন্দ্যেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন।

প্রাথমিক পাঠ শেষ করে ২০০৪ সালে তিনি চীনের বিখ্যাত গুইলিন হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এবং মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তিনি স্কুল জীবন শেষ করেন। ২০০৭ সালে চীনের অত্যন্ত কঠিন 'গাওকাও' (Gaokao) প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৬৫৩ নম্বর পেয়ে তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক সুযোগ পান। তবে শুরুতে তিনি গণিত নয়, বরং 'আর্থ অ্যান্ড স্পেস সায়েন্সেস' বা পৃথিবী বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন । প্রথম বর্ষে পড়ার সময় একজন ভূপদার্থবিদ্যার (Geophysics) অধ্যাপক তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে ভূকম্পন তরঙ্গের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গণিত কতটা অপরিহার্য। এটি জানতে পেরে তিনি একটি কঠিন ট্রান্সফার পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের স্বপ্নের গণিত বিভাগে চলে আসেন। ২০১১ সালে তিনি গণিতে বিএসসি (BS) ডিগ্রি লাভ করেন।

এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমালেন ফ্রান্সে। একে একে ইকোলে পলিটেকনিক এবং প্যারিস-সুদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরের শিক্ষা শেষ করেন। ফ্রান্সে পড়ার সময়েই একসময় ওয়াং চরম আত্মসংশয়ে ভুগেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন মৌলিক গবেষণা করার মতো প্রতিভা হয়তো তাঁর নেই। তাই সাময়িকভাবে গণিত ছেড়ে তিনি স্থাপত্য শিল্প (Architecture) শিখতে শুরু করেন এবং প্যারিসের একটি আর্কিটেকচার ফার্মে এক মাস ইন্টার্নশিপও করেন। তবে তিনি দ্রুতই বুঝতে পারেন যে একদম শূন্য থেকে স্থাপত্য শেখা মোটেও সহজ নয় এবং গণিতের টান তিনি এড়াতে পারেননি। ২০১৩ সালে এমআইটি-তে (MIT) একটি গবেষণা ইন্টার্নশিপের সুবাদে হং ওয়াং বিশ্লেষক ল্যারি গাথের (Larry Guth) দেওয়া একটি সেমিনারে অংশ নেন। সেখানে গাথের নিজের সাম্প্রতিক একটি প্রমাণের ব্যাখ্যা তিনি আংশিকভাবে বোঝার মতো যথেষ্ট স্পষ্ট বলে মনে করেছিলেন। এই ঘটনাটি তাঁর জীবনের লক্ষ্য বদলে দেয়। ২০১৪ সালে ফ্রান্সে স্নাতকোত্তর শেষ করার পর, একই বছর তিনি ল্যারি গাথকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়ে ডক্টরাল প্রোগ্রামে প্রবেশ করেন এবং ২০১৯ সালে আমেরিকার বিশ্বখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে গণিতে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

২০১৯ সালে ডক্টরেট শেষ করার পরেই তিনি নিউ জার্সির প্রিন্সটনে অবস্থিত বিশ্বখ্যাত ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিস-এ একজন পোস্ট-ডক্টরাল গবেষক হিসেবে যোগ দেন।এই দুই বছর তিনি কোনো একাডেমিক শিক্ষকতার চাপ ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ফুরিয়ার বিশ্লেষণ ও জ্যামিতিক পরিমাপ তত্ত্বের ওপর উচ্চতর গবেষণা চালিয়ে যান। ২০২১ সালে তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া -তে গণিত বিভাগের 'অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর' হিসেবে নিযুক্ত হলেন। ইউসিএলএ-তে থাকাকালীনই তিনি জ্যামিতিক পরিমাপ তত্ত্বের ওপর বেশ কিছু কাজ করেছিলেন, যেগুলো বিশ্বজুড়ে প্রথিতযশা গণিতবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ২০২৩ সালে তিনি নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির বিশ্বখ্যাত কোরান্ট ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সেস-এ 'অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর' হিসেবে যোগ দেন। তাঁর অবিশ্বাস্য মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই সেখানে পূর্ণাঙ্গ প্রফেসর পদে পদোন্নতি হয় তার। একই সাথে তিনি ফ্রান্সে অবস্থিত তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা ও গণিতের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অফ হায়ার সাইন্টিফিক স্টাডিজ (IHES)-এর স্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির কোরান্ট ইনস্টিটিউট এবং ফ্রান্সের আইএইচইএস;দুই জায়গাতেই তাঁর অধ্যাপক পদ বজায় রেখে নতুন প্রজন্মের গণিতবিদদের মেন্টর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। শৈশবে কাগজের টুকরো জোড়া দেওয়ার যে খেলা হং শুরু করেছিলেন, বড় হয়ে তা রূপ নেয় আধুনিক গণিতের অন্যতম জটিল সমস্যা 'ত্রিমাত্রিক কাকেয়া অনুমানের' (Kakeya Conjecture) সফল সমাধানে। স্থান এবং তরঙ্গের গতিবিদ্যার এই জটিল রহস্য ভেদ করে তিনি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেন। গণিতবিশ্বে হং ওয়াং-এর এই প্রমাণটিকে ক্ষ্মশতাব্দীর অন্যতম সেরা আবিষ্কারক্ষ্ম হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। তাঁর এই ঐতিহাসিক সমাধান আধুনিক কোয়ান্টাম মেকানিক্স, তরঙ্গের গতিবিদ্যা এবং আংশিক ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ বোঝার ক্ষেত্রটিকে বোঝার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। তিনি মূলত ১৯১৭ সালে জাপানি গণিতবিদ সোইচি কাকেয়ার উত্থাপিত একটি শতাব্দীপ্রাচীন জ্যামিতিক ধাঁধার ত্রিমাত্রিক সমাধান (Kakeya Conjecture in 3D) করার জন্য এই মেডেল অর্জন করেন। এই অসম্ভব কঠিন কাজটির কারণে হং ওয়াং-এর নাম গণিতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২০২৬ সালের জুলাই মাসে যখন আন্তর্জাতিক গাণিতিক ইউনিয়ন তাঁর হাতে ফিল্ডস মেডেল তুলে দেয়, তখন সেটা কেবল হং ওয়াংয়ের ব্যক্তিগত জয় ছিল না, সেটি ছিল বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি তরুণী ও বিজ্ঞানপ্রেমীদের জন্য এক স্বপ্নের উড্ডয়ন। ইতিহাস জুড়ে মাত্র তৃতীয় নারী হিসেবে এই মেডেল পেয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, মেধা ও একাগ্রতা থাকলে যেকোনো দুর্ভেদ্য দেয়াল ভাঙা সম্ভব। মাত্র চার মাস আগেই, এপ্রিল মাসে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি তাঁকে তাঁদের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মানজনক এনডাওড পদ 'সিলভার প্রফেসর অফ ম্যাথমেটিক্স' (Silver Professor of Mathematics) হিসেবে ভূষিত করেছিল।

গুইলিনের সেই সাধারণ মেয়েটি আজ বিশ্বমঞ্চে গণিতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যাঁর গল্প আগামী দিনের বিজ্ঞানীদের পথ দেখাবে বছরের পর বছর।

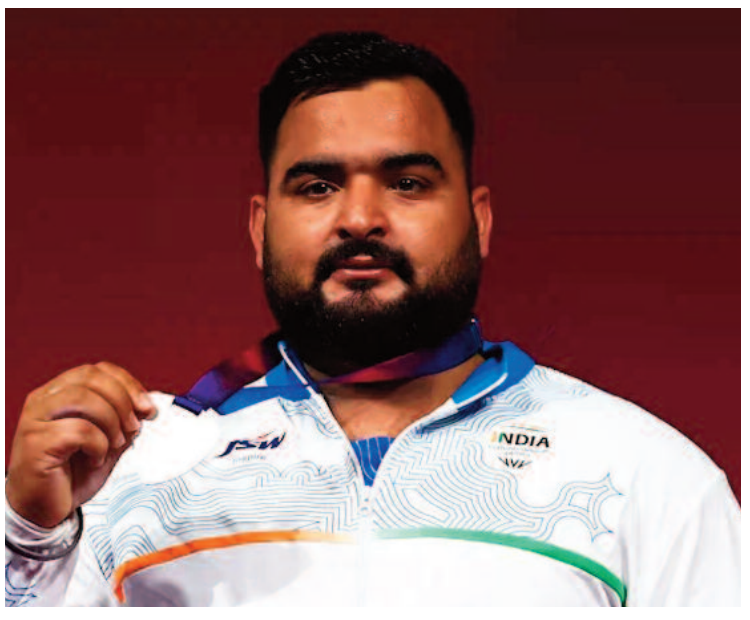

৩৮৮ কেজি তুলেও সোনা হাতছাড়া লভপ্রীতের
পিএইচডি ও মাতৃত্ব সামলে কমনওয়েলথে ব্রোঞ্জ সীমার

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ঝুলিতে ঢুকল আরও দু'টি পদক। ভারোত্তোলনে ভারতকে রুপো এনে দিলেন লভপ্রীত সিং। ৩৮৮ কেজি তুলেও যে সোনা এল না, সেটাই দুঃখজনক। ১ কেজির জন্য রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অন্যদিকে ডিসকাস ছোড়ায় ভারতকে ব্রোঞ্জ এনে দিলেন সীমা কালীরামনা। মাতৃত্ব, পিএইচডি ও ডিসকাস একসঙ্গে সামলেই সাফল্য সীমার। আর আজ সোনার লক্ষ্যে জ্যাভলিনে নামবেন 'সোনার ছেলে' নীরজ চোপড়া।

অষ্টম দিনেই সোনা ঢুকতে পারত ভারতের ঘরে। ১১০ কেজি বিভাগে প্রথম থেকে এগিয়ে ছিলেন পাঞ্জাবের ভারোত্তোলক।

স্ন্যাচে ১৬৮, ১৭৩-র পর ১৭৬ তুলে অনেকটাই এগিয়ে যান লভপ্রীত। সেখানে নিউজিল্যান্ডের ডেভিড অ্যান্ড্রু লিটি তুলেছিলেন ১৬৬ কেজি। ক্লিন ও জার্কে লভপ্রীত প্রথমে তোলেন ২০৫ কেজি। সেখানে ডেভিড তোলেন ২০৭ কেজি। এরপর লভপ্রীত তোলেন ২১২ কেজি। অর্থাৎ মোট ৩৮৮ কেজি তোলেন তিনি। সোনা প্রায় হাতের মুঠোয় মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এবার সবাইকে চমকে দিয়ে একধাক্কায় ১৬ কেজি বাড়িয়ে ২২৩ কেজি তোলার চেষ্টা করেন ডেভিড। এবং সফলও হন। সব মিলিয়ে মোট তোলেন ৩৮৯ কেজি। এক কেজির জন্য সোনা হাতছাড়া লভপ্রীতের।

অন্যদিকে কমনওয়েলথে ডিসকাস থ্রোয়ে ভারতের পদকের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন সীমা কালীরামনা। তাঁর বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীতে। জ্যাভলিন থ্রো ও বাস্কেটবলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এখন সীমার কোচ তাঁর স্বামী ও ভারতের প্রাক্তন ডিসকাস থ্রোয়ার রবীন্দ্র কালীরামনা। নিজের অনুশীলনের পাশাপাশি ভিওয়ানির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরশিক্ষা নিয়ে পিএইচডি করছেন সীমা। সন্তানের জন্মের পর কিছুদিন অ্যাথলেটিকস থেকে দূরে ছিলেন। ১১ মাসের বিরতির পর অনুশীলনে ফেরেন। মাতৃত্ব ও পিএইচডি সামলে কমনওয়েলথের জন্য প্রস্তুতি নেন। তিনটি থ্রো ফাউল হয়ে যায়।

কিন্তু শেষমেশ ৫৮.৬৫ মিটার ছুড়ে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে নেন সীমা। তবে অ্যাথলেটিকসে হতাশ করলেন পারুল চৌধুরী, অনিমেষ কুজুর, বিশাল টিকে।

আজ সোনার লক্ষ্যে নামছেন নীরজ চোপড়া। ভারতীয় সময় রাত ১২৪৫-এ তাঁর ইভেন্ট। কোয়ালিফায়ারে পাঁচ নম্বরে শেষ করেন তিনি। ভারতের জন্য সুখবর, যশবীর সিং এবং রোহিত যাদব দু'জনেই ফাইনালে উঠেছেন। জোর টক্কর দেবেন পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম ও শ্রীলঙ্কান থ্রোয়ার রুমেশ পাথিরাজ।

আজ সোনার খোঁজে সোনার ছেলে

পঞ্চম হয়েও আজ ভারতীয় সময় রাত ১২.৪৫ মিনিটে সোনার লড়াইয়ে জ্যাভলিন থ্রোতে কমনওয়েলথ গেমসে মাঠে নামবেন নীরজ চোপড়া।